ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-302 ■ 11 August, 2025 ■ আগরতলা ১১ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সামাজিক অবক্ষয়ের নগ্নচিত্র !

পরকীয়ার জেরে ৫ মাসের সন্তানকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা জন্মদাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১০ আগস্ট।। সামাজিক অবক্ষয়ের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো এক জন্মদাত্রী মা। পরকীয়ার জেরে নিজের পাঁচ মাসের কন্যা সন্তানকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে ওই জন্মদাত্রীর বিরুদ্ধে।

পরকীয়া সামাজিক ব্যাধি হিসেবে ধারণা করে অনেকেই। বর্তমান সমাজে পরকীয়ার জেরে সামাজিক যে অধঃপতন শুরু হয়েছে তার শেষ কি হবে হয়তোবা অনেকেই জানেনা। সামাজিক অবক্ষয় দিন দিন যে জায়গাতে পৌঁছেছে, এই তলানি থেকে সমাজ ব্যবস্থাকে উদ্ধার করা অনেকটা কঠিন সাধ্য রূপে পরিণত হয়েছে।

পরকীয়ার জেরে প্রাণ দিতে হলো পাঁচ মাসের শিশুকে। ঘটনা সোনামুড়া থানা এলাকার রামপদপাড়া এডিসি ভিলেজে। ঘটনায় জানা যায়, আজ দুপুর বারোটার দিকে গৃহবধূ সুচিত্রা দেববর্মা তার পাঁচ মাসের কন্যা সন্তানকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলে। স্বামী অমিত দেববর্মা রাবার টেপিং করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের সাত বছরের একটি ছেলেও বর্তমান রয়েছে। প্রতিবেশী একজনের সাথে প্রায় এক বছরের উপরে সুচিত্রা দেববর্মার সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। যেটি পরিবারের মূল অশান্তির কারণ ছিল। যার পরিণতি প্রাণ গেল পাঁচ মাসের শিশু কন্যার।

ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যান সোনামুড়া থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করা হয় মানুষরূপী রাক্ষসী জন্মদাত্রী মাকে। পুলিশ গিয়ে পাঁচ মাসের শিশুর নিথর দেহ উদ্ধার করে সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে ময়নাতদন্তের জন্য। যদিও এখন অব্দি পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনরূপ মামলা করা হয়নি যদিও পুলিশ একটি স্বত:প্রণোদিত মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নেশাকারবারের অভিযোগে বেধরক মারে গুরুতর আহত ১, গাড়ি ভাঙচুর, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। গাড়ি ভাঙচুর, ক্লাবে ঢুকিয়ে চারজনকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো সেকেরকোট চা বাগান এলাকার ঐকতান সংঘের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। যদিও অভিযোগটি মিথ্যে বলেই দাবি করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

গতকাল গভীর রাতে সেকেরকোট চা বাগান এলাকায় মধুপুরের চার ব্যক্তির উপর অতর্কিত হামলা করা হয়। ঘটনায় ভাঙচুর করা হয় গাড়ি। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আহতদের পক্ষ থেকে সেকেরকোট ঐকতান সংঘের বেশ কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল গভীর রাতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সেকেরকোট চা বাগান এলাকায় মধুপুরের চার ব্যক্তির উপর অতর্কিত হামলা এবং ভাঙচুর করা হয় গাড়ি। এই মারপিট কাণ্ডে আহত চারজনের মধ্যে একজনকে বহি:রাজ্যে রেফার করা হয়েছে।

আহতদের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলে জানানো হয়েছে যে গতকাল রাতে নিকট আত্মীয়কে হাসপাতালে দেখার জন্য মধুপুর থেকে তারা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় সেকেরকোট চা বাগান এলাকায় প্রাকৃতিক কাজ সারাতে তারা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। তখন মধুপুরের অজিত বণিক সহ চারজনকে ঘিরে ধরে ওই ক্লাবের কয়েকজন। পরবর্তীতে তাদের গাড়ি, মোবাইল সব ছিনিয়ে নিয়ে তাদের ক্লাব ঘরে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি ভাঙচুর করা হয় তাদের গাড়ি। অভিযোগ নেশা কারবারের মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তিতেই তাদের উপর ওই দুষ্কৃতী কারীরা হামলা চালিয়েছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতিকারীরা। এই ঘটনায় একজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়াতে তাকে রেফার করা হয়েছে বহি:রাজ্যে। আহতরা এও অভিযোগ তোলেন যে এই ঘটনার পেছনে সেকেরকোট চা বাগান এলাকার ঐকতান সংঘের বেশ কয়েকজন সদস্য জড়িত রয়েছে। এ বিষয়ে তারা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। অন্যদিকে ঐক্যতান সংঘের ক্লাব কর্মকর্তারা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেন। বর্তমানে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত দুটি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বন্যার কবলে নারকেল কুঞ্জ ক্ষতিগ্রস্ত রিসোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। বন্যার কবলে পড়েছে ডুম্বুরের নারকেল কুঞ্জ, এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বেসরকারি রিসোর্টগুলি, জল নিষ্কাশনে খুলে দেওয়া হয়েছে একটি গেইটও। গত বছরের ন্যায় এবারেও নিম্নাঞ্চলগুলিতে বন্যার আশঙ্কা করছেন জনগণ। ত্রিপুরার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র ডুম্বুর জলাশয়ের নারকেল কুঞ্জের বেশ কিছু অংশ বন্যার কবলে পড়েছে। ভারী বর্ষণের ফলে জলাশয়ের জলস্তর বিপদসীমা ছাড়িয়ে গেছে। যার ফলে প্রশাসন বাঁধের একটি গেট খুলে জল নিষ্কাশন করছে। জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় নারকেল কুঞ্জের বেসরকারি রিসোর্টগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এদিকে বন্যার কারণে পর্যটকরা ভ্রমণ বাতিল করছেন। তবে এতে সাময়িক উপকৃত হচ্ছেন মৎস্যচাষিরা। জলস্তর বৃদ্ধির ফলে মৎস্যজীবীদের জালে বড় মাছ ধরা পড়ছে। উল্লেখ্য,☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

টেন্ডার হলেও রাস্তার কাজ হচ্ছে না, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলেও সোনামুড়া বড়নারায়ণ এলাকার রাস্তা সংস্কার করছে না সরকার, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা রাস্তা দিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে স্থানীয়দের। অভিযোগ ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৮৫ টাকার টেন্ডার হলেও নদীর পাড়ের রাস্তার কাজ শুরু হচ্ছে না।

২০২৪ সালের বন্যায় গোমতী নদীতে তলিয়ে যায় সোনামুড়া বড়নারায়ণ এলাকার একমাত্র সড়কটি। দীর্ঘ দুই বছরে বহু নেতা মন্ত্রী পরিদর্শনে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বোল্ডার না দেওয়ায় দুই বছরে তলিয়ে গেছে গোমতীর পাড়ে থাকা চার পাঁচটি বাড়িও।

দীর্ঘ দুই বছর বহু আন্দোলন এবং লাগাতার খবরের জেরে অবশেষে নদী ভাঙ্গন রোধে টেন্ডার জারি করেছে জলসম্পদ বিভাগ। ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৮৫ টাকা মূল্যের টেন্ডার জারির পর জনগণ আশার আলো দেখলেও টেন্ডার আর বাস্তবে রূপ নেবে কিনা এই নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে জনগণের মনে। টেন্ডার জারি হওয়ার☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হর ঘর তিরঙ্গা : ১২ আগস্ট আগরতলায় তিরঙ্গা র‍্যালি, কনসার্ট ও মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। *সারা দেশের সাথে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি রাজ্যজুড়েও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ২ আগস্ট থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর অঙ্গ হিসেবে আগামী ১২ আগস্ট আগরতলায় রাজ্যভিত্তিক তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে। র‍্যালিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ বিশিষ্ট অতিথিগণ অংশ নেবেন। ঐদিন বিকাল ৪টায় তিরঙ্গা র‍্যালি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এসে শেষ হবে। এরপর ঐদিন বিকাল সাড়ে ৪টায়* ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০ আগস্ট।। *কমলপুরে পথ দুর্ঘটনায় আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম বাবুল সিনহা। তার মৃত্যুর সংবাদে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।*

কমলপুর থানার কলেজ চৌমুহনী এলাকায় ওয়াগনার গাড়ি ও পালসার বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে পালসার বাইক চালক সরোজ সিনহা ও বাইকের পিছনে বসা আরোহীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। জিবিতে নিয়ে আসার পথে রাত সাড়ে ৭টা নাগাদ মৃত্যু হয় বাইকের আরোহী বাবুল সিনহার (৩৭)। মৃত ব্যক্তির বাড়ি কমলপুর মহকুমার সালেমা থানার বড়লুতমা পঞ্চায়েতের কলোনিতে।

ড্রাগস নির্মূলকরণে সরকার সব ধরনের চেষ্টা করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। এলাকার উন্নয়ন, শান্তি সম্প্রীতি নানা ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে ক্লাবগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রক্তদানের মতো মহৎ কাজ আর হতে পারেনা। আজ কলেজটিলাস্থিত শিবনগর মর্ডাণ ক্লাব ও আমরা তরুণ দল ক্লাবের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত মজুত রাখতে সরকার সচেষ্ট। রক্তদানকে সমাজসেবামূলক কাজ হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিটি ক্লাব ও সংস্থাগুলির মধ্যে রক্তদান শিবির করার একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমাজের সব অংশের মানুষ এই উদ্যোগে☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মাঝ রাস্তায় আটকে জেসিবি যানজট

প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১০ আগস্ট।। হঠাৎই মাঝ রাস্তায় আটকে গেল জেসিবি গাড়ি, ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয় তাহলে রাস্তায়। বহি:রাজ্যের ঠিকেদারি সংস্থার ব্যবস্থাপনার ফলে পথ চলতি যানবাহন সাধারণ মানুষ দীর্ঘ এক ঘণ্টার উপরে জ্যমে আটকে থাকে। ঘটনা মেলাঘর টু সোনামুড়া ইন্দিরা নগর ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কাঁঠাল বীজে ৩৬ বার রাম নাম লিখে বুক অব রেকর্ডসের খেতাব তার্নেশার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। একটি "কাঁঠাল বীজে" ৩৬ বার রাম নাম লিখে ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডসে জায়গা করে নিলেন সালেমার কলেজ ছাত্রী তর্নেশা দাস।

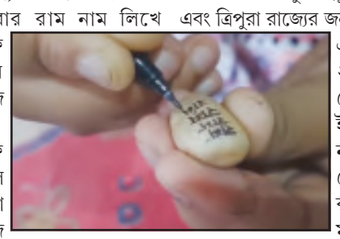

ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডসে জায়গা করে নিল কমলপুর মহকুমার সালেমা এলাকার ওমেন্স কলেজ পড়ুয়া তর্নেশা দাস। চেষ্টা, ইচ্ছা আর দৃঢ় প্রত্যয় থাকলে যে কোন উচ্চতায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। তাঁর সেই অর্জনের স্বীকারোক্তি স্বরূপ সার্টিফিকেট ও মেডেল দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ। সালেমার কচুরছড়া সরকার পাড়ায় তার বাড়ি। তার বাবার নাম পীযুষ কান্তি দাস। নিজ বাড়িতে বসে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় তর্নিশা জানালো নিজের এই প্রাপ্তির কথা।

২ মিনিটে ২ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের এক কাঁঠাল বীজে ৩৬ বার রাম নাম লিখে এই রেকর্ড গড়েছে তর্ণেশা। অনলাইনে ভিডিও কলিং এ ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ড এর কর্মকর্তাগণ তার টেস্ট নিয়েছিল। তাঁর এই প্রাপ্তি অবশ্যই এক বড় অর্জন। শুধু সালেমা এলাকা বা কমলপুর মহকুমা নয়, গোটা ধলাই জেলা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জন্যও এটা এক বড় প্রাপ্তি।

এর আগেও ২০২৩ সালে ২১টি মুখ ডালে ২১ টি দেশের মানচিত্র তৈরি করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম নথিভুক্ত করেছিল সে। বলা বাহুল্য ত্রিপুরা রাজ্যের একটি ছোট মহকুমা কমলপুর। আর এই ছোট মহকুমার একটি ছোট গ্রাম কচুছড়া। এই ছোট গ্রামে থেকেই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সাতচাঁদ দ্বাদশে প্রধান শিক্ষক সহ ৪ শিক্ষককে শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। দক্ষিণ জেলা শিক্ষা উপ-অধিকর্তা দিলীপ দেববর্মা সাব্রুমের সাতচাঁদ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ চারজন সহকারী শিক্ষককে শোকজ নোটিশ জারি করেছেন।

অভিযোগ, গত ৭ আগস্ট দুপুরে শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা হঠাৎ ওই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মোদী সরকার কমিশনকে ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। *গোটা দেশে মোদি সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র সুবীর চক্রবর্তী। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে দেশব্যাপী মোদি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অবৈধ অনৈতিক কার্যকলাপ সর্বসাধারণের মধ্যে তুলে ধরে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তথ্য সমূহ প্রচারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছে আজ প্রদেশ কংগ্রেস। সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস মুখপাত্র সুবীর চক্রবর্তী বলেন, রাহুল গান্ধী ইতিমধ্যেই বিজেপির এই কারচুপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। ২০১৪ সালের পরবর্তী সময় থেকে দেশের অধিকাংশ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন এবং লোকসভা নির্বাচনগুলিতে বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে নানাভাবে কাটচুপি সংগঠিত করে ক্ষমতাসীন হয়েছে। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের দিনগুলিতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন ভোট প্রদানের যে পরিসংখ্যান জানায় এর ১০ দিন বাদে নির্বাচন কমিশনেই চূড়ান্ত পরিসংখ্যানে ৮-৯ শতাংশ ভোট প্রদানের সংখ্যা বেশি দেখায়। এমনকি ওই নির্বাচনে দেখা গেছে ৯-১০ টি আসনে ভোটে অংশগ্রহণকারী সংখ্যার তথ্যের সাথে গণনার হাজার হাজার বেশি ভোটারের অংশ বেরিয়ে আসে। এই সবকটি আসনেই এনডিএ প্রার্থীরা জয়ী হন।*

এছাড়াও দেশের প্রতিষ্ঠিত একটি সমীক্ষক সংস্থা নানা সমীক্ষার মাধ্যমে তারা দেখিয়েছেন লোকসভার ৭৯টি কেন্দ্রের ভোটের ফলাফলের সাথে জনমত প্রকৃত প্রতিফলিত হয়নি। এই সমীক্ষায় এটাও দেখা গেছে দেশের ৭২ শতাংশ মানুষই ইএসআই এর ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১১ আগস্ট, ২০২৫ ইং
২৫ শ্রাবণ,সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ন্যায়বিচার যেন জনতার দরবারে পৌঁছয়

ভারতবাসীর প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া উচিত ভারতীয় সংবিধান। ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য না থাকিলে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। জাত ধর্ম বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ভারতবাসী বলিতেই সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে। দেশের মর্য্যাদা রক্ষায় ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি যতদিন পর্য্যন্ত প্রতিটি ভারতবাসীর মনে উপলব্ধ না হইবে ততদিন দেশ সঠিক পথে পরিচালিত হইবে না।

শুধু শাসক ও ক্ষতাবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকা নয়, 'ন্যায়' পৌঁছন উচিৎ জনতার দরবারে", রবিবার গুয়াহাটি হাই কোর্টের ইটানগর বেঞ্চের নয়া ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এমনটাই জানাইলেন প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। তিনি বলেন, "বিচার বিভাগ, আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগ সকলের কাজ জনগণের সেবা করা।অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে হাই কোর্টের এই নয়া ভবনের উদ্বোধন মঞ্চে উপস্থিত হইয়া প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমি সর্বদা বিকেন্দ্রীকরণের সমর্থক। আমি মনে করি ন্যায় বিচার জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো উচিত। আদালত, বিচার বিভাগ, আইনসভা — কোনও শাসক শ্রেণী বা কর্মকর্তাদের জন্য নয়, আমরা সকলেই এখানে জনগণের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছিয়া দেওয়ার জন্য আছি।" পাশাপাশি ওই সভা থেকে অরুণাচল রাজ্যের প্রশংসা করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, "অরুণাচলের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য প্রশংসনীয়। এখানে ২৬টি প্রধান উপজাতি এবং ১০০টিরও বেশি উপ-উপজাতি রহিয়াছে। এখানকার সরকার সকলের সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য কাজ করিতেছে।" এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেন, "দেশের অগ্রগতি একান্ত কাম্য, তবে তাহা কখনই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল্যে নয়।এই মঞ্চ থেকে নিজের মণিপুরের ত্রাণ শিবির সফরের কথাও উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। তিনি বলেন, সেখানে যাওয়ার পর একজন মহিলা আমায় বলিয়াছিলেন, 'আপনার নিজের বাড়িতে আপনাকে স্বাগত।' সেই রেশ ধরিয়া জানান, "এটাই আমার দেশ। এই ভারত আমাদের সকলের বাড়ি।" আম্বেদকরের মন্তব্য তুলিয়া ধরিয়া প্রধান বিচারপতি জানান, "প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে, কিন্তু প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য, সংবিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। আমাদের প্রথম আনুগত্য হওয়া উচিত সংবিধানের প্রতি।" পাশাপাশি তাঁহার মত, "অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা ছাড়া কেবল রাজনৈতিক সমতা অসম্পূর্ণ। প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত
হইয়াছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, "বিচার কাঠামো, বিশেষ করিয়া নিম্ন আদালতে বিচার বিভাগকে আরও শক্তিশালী করা উচিত যাহাতে ন্যায়বিচার সহজলভ্য, দ্রুত এবং জনবান্ধব হয়। বিচারক এবং মামলাকারীদের জন্য ভালো সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন।" তাঁহার কথায়, "আমাদের উচিৎ সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার রাস্তা আরও সহজ করা এবং মানুষ এবং ন্যায়বিচারের মধ্যে দূরত্ব কমানো। আদালতের বাইরেও ন্যায়বিচার প্রদান করা উচিত।"

আসাম: ধুবড়ির চিরাকুটায় তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের ব্যাপক বিক্ষোভ

ধুবড়ি, ১০ আগস্ট : ধুবড়ি জেলার বিলাসিপাড়া মহকুমার চিরাকুটা এলাকার হাজার হাজার গ্রামবাসী একটি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য আরও ২০০০ বিঘা জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিবাদ শুরু করেছেন। জেলা প্রশাসন এই জমি অধিগ্রহণের জন্য নতুন নোটিস জারি করার পরেই এই বিক্ষোভ শুরু হয়।

সাদৌ অসম গড়িয়া মরিয়া দেশী জাতীয় পরিষদের বিলাসিপাড়া জেলা কমিটির নেতৃত্বে এই আন্দোলন চলছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং বাড়িঘর ছেড়ে এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন।

চিরাকুটা (১ নং অংশ) এবং জামদুয়ার (১ ও ২ নং অংশ) গ্রামের দেশী মুসলিম এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজন বংশপরম্পরায় এখানে বসবাস করে আসছেন। তাঁদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য তাঁদের পৈত্রিক জমি আদানি গ্রুপকে হস্তান্তর করার চেষ্টা করছে।

বিক্ষোভকারীরা তাঁদের 'এক ইঞ্চিও' পৈত্রিক জমি না ছাড়ার শপথ নিয়েছেন এবং অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে সরকার নোটিস প্রত্যাহার না করা পর্য্যন্ত এই প্রতিবাদ অনির্দিষ্টকালের জন্য চলবে।

নারী শিক্ষা এবং নারী প্রগতি

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

নারী শিক্ষা এবং নারী প্রগতি একে অপরের পরিপূরক। শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের মূল চাবিকাঠি এবং এর মাধ্যমেই সমাজে নারীর সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব।

নারী শিক্ষা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

আর্থিক মুক্তি ও স্বাবলম্বীতা: শিক্ষা নারীকে ভালো চাকরির সুযোগ করে দেয়, আয় রোজগারের সক্ষমতা বাড়ায় এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। একজন শিক্ষিত নারী কেবল নিজের নয়, তার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা: শিক্ষা নারীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখে। পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতি: একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানদের সুশিক্ষা দিতে পারেন এবং একটি স্বাস্থ্য সচেতন পরিবার গড়তে সাহায্য করেন। শিক্ষিত নারীরা কুসংস্কার ও সামাজিক অপরাধ দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সমাজের চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন।

স্বাস্থ্য সচেতনতা: শিক্ষিত নারীরা নিজেদের এবং তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অধিক সচেতন হন। এটি মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমাতেও সাহায্য করে।

নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ: শিক্ষা নারীকে নেতৃত্বশীল ভূমিকা নিতে এবং পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশ নিতে উৎসাহিত করে।

জাতীয় উন্নয়ন: একটি দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীই নারী। তাদের শিক্ষায় পিছিয়ে রাখা মানে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা। শিক্ষিত নারী কর্মক্ষেত্রে অবদান রেখে দেশের অর্থনীতিতে গতি আনতে পারে, যা জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। নারীর অগ্রগতিতে শিক্ষার ভূমিকা: নারীর অগ্রগতিতে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য এটি কেবল ব্যক্তিগত উন্নয়নের পথ খুলে দেয় না, বরং একটি উন্নত সমাজ ও জাতি গঠনেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: শিক্ষা নারীকে দক্ষ ও যোগ্য করে তোলে, যা তাদের জন্য ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এর ফলে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে এবং পরিবারের অর্থনীতিতেও অবদান রাখে।

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি: শিক্ষা নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা উন্নত করে। একজন শিক্ষিত নারী সমাজে অধিক সম্মান লাভ করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কুসংস্কার ও বাল্যবিবাহ রোধ: শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হন এবং এগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস পান। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান: শিক্ষিত নারীরা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন, যা তাদের নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

সচেতন নাগরিক তৈরি: শিক্ষা নারীকে রাজনীতি ও সামাজিক কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে সমাজের পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারে।

লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা: শিক্ষা লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নারীদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। আদর্শ প্রজন্ম তৈরি: একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বিখ্যাত উক্তি, 'আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দেব' --- এটি নারী শিক্ষার গুরুত্বের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পরিশেষে বলা যায়, নারী শিক্ষা নারীর ব্যক্তিগত উন্নয়ন, পারিবারিক সমৃদ্ধি এবং জাতীয় প্রগতি --- সবকিছুর জন্য অপরিহার্য। নারী শিক্ষিত হলে কেবল তাদের জীবনই উন্নত হয় না, বরং একটি সুস্থ, সমৃদ্ধ ও উন্নত সমাজ ও জাতি গড়ে ওঠে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

১৭শ শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তির জোরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের প্রধান শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পরের বছর ভারত শাসন আইন পাস হয় এবং উক্ত আইন বলে ব্রিটিশ রাজশক্তি কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেয়। পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে ভারতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক নাগরিক সমাজের উদ্ভব ঘটে। এই সময়কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হল ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ের গোকুল দাস তেজ পাল সংস্কৃত কলেজে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থার কিছু সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ছিল এর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সেই সঙ্গে রাউলাট আইনের মতো দমনমূলক আইনও পাস হয় এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন।

১৯৩০-এর দশকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রশাসনিক সংস্কার-সংক্রান্ত প্রস্তাবটিকে আইনত বিধিবদ্ধ করে। এই আইনে যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই নির্বাচনগুলিতে জয়লাভ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। পরবর্তী দশকটি ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার দশক: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ, শেষবারের জন্য অসহযোগের পথে কংগ্রেসের আন্দোলন এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের নেতৃত্বে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্থানের মতো ঘটনাগুলি এই দশকেই। ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাস পায় ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের আনন্দ বিঘ্নিত হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে উপমহাদেশ বিভাজিত হওয়ার ঘটনায়। ১৯২৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ ঘোষণাপত্র বা 'ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয় এবং ২৬ জানুয়ারি তারিখটিকে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস জনগণকে আইন অমান্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার ডাক দেয় এবং যতদিন না ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে ততদিন সময়ে সময়ে কংগ্রেসের ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ২৬ জানুয়ারি তারিখটি কংগ্রেস স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করেছিল। সেই সময় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সভার আয়োজন করা হত এবং সেই সব সভায় আগত ব্যক্তিবর্গ 'স্বাধীনতার শপথ' গ্রহণ করতেন। জওহরলাল নেহেরু তার আত্মজীবনীতে এই সভাগুলিকে শান্তিপূর্ণ, ভাবগম্ভীর এবং 'কোনওরকম ভাষণ বা উপদেশ বিবর্জিত' বলে বর্ণনা করেছেন। মহাত্মা গান্ধী সভার পাশাপাশি এই দিনটিতে আরও কিছু করার পরিকল্পনা করেন। তিনি মনে করেন, এই দিনটি পালন করা উচিত '... কিছু সৃজনশীল কাজ করে। চরকা কেটে, বা 'অস্পৃশ্য'দের সেবা করে, বা হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির আয়োজন করে, বা আইন অমান্য করে, অথবা এই সবগুলি একসঙ্গে করে'। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সংবিধান বিধিবদ্ধ হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। তদবধি ২৬ জানুয়ারি তারিখটি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

পটভূমি ঃ ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ব্রিটেনের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোনোরকম সাহায্য লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্রিটেনের লেবার সরকার বুঝতে পারেই সেই পরিস্থিতে ভারতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা বা অর্থবল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে দেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

স্বাধীনতা ঘোষণার সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তত বৃদ্ধি পায়। দাঙ্গা রোধে ব্রিটিশ বাহিনীর অক্ষমতার কথা মাথায় রেখে ভারতের তদনীন্তন ভাইসরয় লুইস মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি সাত মাস এগিয়ে আনেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জওহরলাল নেহেরু, আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলি জিন্নাহ, ভীমরাও রামজি আম্বেডকর প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রস্তাব মেনে নেন। হিন্দু ও শিখ সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি ভারতে ও মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে যুক্ত হয়; পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। লক্ষাধিক মুসলমান, শিখ ও হিন্দু শরণার্থী র‍্যাডক্লিফ লাইন পেরিয়ে নিরাপদ দেশে আশ্রয় নেন। পাঞ্জাবে শিখ অঞ্চলগুলি দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। বাংলা ও বিহারে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি দাঙ্গার প্রকোপ কিছুটা প্রশমিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ২৫০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ লোক সীমান্তের দুই পারের দাঙ্গায় হতাহত হয়।ওও২০গ্ন ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট নতুন পাকিস্তান অধিরাজ্য জন্ম নেয়। করাচিতে মহম্মদ আলি জিন্নাহ এই রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর-জেনারেল হিসেবে শপথ নেন। মধ্যরাতে অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সূচিত হলে জওহরলাল নেহেরু তার বিখ্যাত নিয়তির সঙ্গে অভিসার অভিভাষণটি প্রদানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারত অধিরাজ্যের জন্ম হয়। নতুন দিল্লিতে নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। মাউন্টব্যাটেন হন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল। দিল্লি গেটে ভারতের জাতীয় পতাকা

১৫ আগস্ট দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

ত্রিপুরার লোক সংস্কৃতি ও জনমানসের আঙ্গিনায় মনসামঙ্গল পুঁথি পাঠের ভূমিকা

অমর চাঁদ দেবনাথ

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে সুখ আছে। আনন্দ আছে, আছে দুঃখ ও বেদনা। আছে দিন যাপনের গ্লানি, ক্লেদাক্ত ক্লিন্নতা। এই সুখ ও দুঃখের সাগর মন্থন করে মানুষ হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যায় আনন্দ স্বররূপ অমৃতের সন্ধানে। একঘেয়েমী জীবনে বৈচিত্র আনার জন্যে জীবন যাপনে প্রাণধর্মের শুধু খেয়ে বাঁচা ও বংশবৃদ্ধি সর্বস্বতা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে প্রাণাতিরিক্ত মনের প্রতি আকর্ষণ, মানস- সৃষ্ট কিছু সৌন্দর্য কিছু গানের প্রতি অনুকূলতাকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষ সমবেত হয় নিজে আনন্দ পেতে অন্যকে আনন্দ দিতে। গান গায় না নাচেনা পুষ্প বা অন্যান্য আবরনে পরিচ্ছেদে দেহ সজ্জা, গৃহ সজ্জা করে না এমন মানুষ পাওয়া দুর্লভ। তারই অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরার পল্লী অঞ্চলে থেকে শুরু করে শহরের প্রায় প্রতি ঘরে বসে মনসা মঙ্গল পুঁথি পাঠের আসর। প্রতি বছর শ্রাবণের বর্ষণ ধারাকে উপেক্ষা করে খোল, করতাল নিয়ে বসে যায় প্রতিবেশীর আঙ্গিনায়।

ত্রিপুরার লোক -সংস্কৃতি মূলত মিশ্র সংস্কৃতি। বলতে গেলে দুটি ধারায় প্রবাহিত। সবুজ পাহাড় বনানী বেষ্টিত লোকালয়ে গড়ে উঠেছে পাহাড় বাসীদের নিজস্ব স্টাইলে পূর্ব পুরুষাগত সংস্কৃতি। আর সমতল বাসীদের মধ্যে বিরাজ করছে পূর্ব পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতি। এই ধারা দু'টি কোনরূপ সংঘাত সৃষ্টি না করে অবলীলা ক্রমে বয়ে চলেছে অন্ত: সলিলা ফল্গুধারার মতো।

দেশ ভাগ হল। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনগণের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। যা বয়ে এনে ত্রিপুরার গোমতী-সুরমা নদীর বারিধারা বিধৌত উর্বর ভূমিতে রোপণ করে তার যথাযথ পরিচর্যা করে ফলে পুষ্পে সু-শোভিত করার প্রয়াশ নিচ্ছে। বরাবরই নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ হচ্ছে জোয়ার-ভাঁটার দেশ। প্রায়শই জোয়ারের জলে ও পাহাড় থেকে নেমে আসা বন্যার জলে ঘরবাড়ি তলিয়ে যেত। সে সাথে সাপের উৎপাত ও বেড়ে যেত। সম্ভবত সেই সর্প ভয় থেকে পরিত্রাণ পেতেই সর্পের দেবী মা মনসার আরাধনা। পহেলা শ্রাবণ থেকে শুরু করে মাস ব্যাপী কখনো বা ভাদ্র মাস পর্যন্ত চলে মনসামঙ্গল পুঁথি পাঠ। এছাড়া নাগ পঞ্চমীতে ও পুজো হয়ে থাকে। এই পূজো উপলক্ষ্যে শ্রাবণের প্রথম দিন থেকেই মনসার ঘট স্থাপন করে শ্রদ্ধাভরে পুঁথি পাঠ শুরু হয়। এই পাঠকদের মধ্যে শতাংশের হিসাবে প্রায় নব্বই শতাংশই হয়ে থাকেন মহিলা। যারা পুরুষদের মত নিজেদের গৃহস্থালী কাজ কর্মের জন্যে অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ করে নিতে পারেনা। সারাবৎসর গৃহের কাজেই নিজেদের ব্যপৃত রাখেন। কর্তব্যের খাতিরে নিজেদের বাড়ির চার দেয়ালের মাঝেই আবদ্ধ রাখেন। কিন্তু তাদের মনেও সাধ আছে। আহ্লাদ আছে। নিজেকে আনন্দ দিতে অপরকে-আনন্দে মাতোয়ারা করতে তাদের ও মন চায়। আর এই সুযোগটাই করে দেয় মনসা মঙ্গল পুঁথিপাঠ। শ্রাবণ এলেই চার দিকে সাজসাজ রব। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে নিজেদের তৈরি করে নেন পুঁথি পাঠে যাওয়ার জন্যে। এবাড়ির মণি মাসী ও বাড়ির কনিকা পিসি, ঝুলন দিদি, মাম্পি বৌদি সবাই সমাসীন। তথাপি এই দৃপ্ত পৌরুষের অধিকারী দ্রোহা ক্ষিপ্ত চাঁদ সদাগর কানী মনসার পূজা করল। ঘটনাটি চাঁদ সদাগরের গৌরবময় পরাজয় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিশাল বনস্পতির পতনের মতই শোচনীয় ও বেদনা দায়ক। মনে করিয়ে দেয় আমরা মানুষ অদৃশ্য বাজিগর নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র। তেজস্বী পুরুষের এই পরাজয় সহানুভূতির উদ্রেক করে। চাঁদের পরাজয় ট্রাজিক রসের কাহিনি। কিন্তু কাহিনিকারের লক্ষ্য মানবতার জয় ঘোষণা।

মনসা মঙ্গল কাব্যের প্রাণস্পন্দন মানবতা সমাশ্রয়ী। জীবন রস পরিবেশনের জন্য সু-অনুভূত। দেবদেবীর কাহিনির পটভূমিকায় মানুষের জীবন প্রকাশ মনসা মঙ্গলের মূল উপজীব্য। দেবতার মাহাত্ম্য স্থূল উপলক্ষ্য মাত্র। মানুষের বাস্তব জীবনের প্রেম প্রীতির আলেখ্যই মনসা মঙ্গলে বিধৃত। পার্থিব জীবনে মায়ার বন্ধনের আকর্ষণ যে কোনো অংশে কম নয় জীবন স্পৃহা যে জীবের অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অংশ এই সত্যাশ্রয়ই মনসা মঙ্গলের প্রাণ সপন্দন। প্রিয়জনের মানবিক আবেদনের ব্যাকুলতায় চাঁদ সদাগরের চিন্তে মানবিক অনুভূতির রস সঞ্চার হয়েছিল বলেই সে আত্ম-গৌরব অক্ষুন্ন রেখে মনসার উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছে। তাই চাঁদের সম্পর্কে কারুণ্য নয়-শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। সুতরাং কাব্যখানির ফলশ্রুতিতে ট্র্যাজেডি রস নেই। তথাপি মনসা মঙ্গল পুঁথি খানি করুন রসের আকর। পুত্রহারা সনকার বুক ফাঁটা কান্না আমাদের হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীতে আঘাত করে চোখে জল আনে। মনসার ছলনাভরা আঘাত যেন নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাস। কার্যশেষে বেহুলা লক্ষিন্দরের সর্গারোহন বাধ ভাঙ্গা জল ধারার ন্যায় চোখের জলে আমাদের কপোল ভাসিয়ে দিয়ে যায়। মাসব্যপী মিলনের আনন্দ মুহূর্তে বিষাদ সিন্ধু বনে যায়। আবার আমরা প্রতিক্ষায় প্রহর গুনি কখন আবার শ্রাবণ আসবে। মাদলের ধি-তাং ধি -তাং বোলে ত্রিপুরার পল্লী প্রকৃতি আবার মুখরিত হয়ে উঠবে, এই প্রত্যাশায়।

এই জনপ্রিয় মনসামঙ্গল পুঁথি পাঠ অনুষ্ঠানকে আর ও অধিকতর জনমুখী করে তোলার জন্যে বেতার মাধ্যম থেকে শুরু করে টেলিভিশন, বিভিন্ন প্রচার মূলক চ্যানেলগুলোর প্রয়াসের অন্ত নেই। বিভিন্ন অনামী শিল্পীদের শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ দিয়ে এঁদের কাছে টেনে নেয়। এছাড়া গ্রামীণ এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্যে সরকারেরও প্রয়াসের ঘাটতি নেই। শিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে শ্রেষ্ঠদের পুরস্কৃত করে এঁদের উৎসাহিত করার নিরলস প্রয়াস নিচ্ছে।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি হল একটা জাতি সত্তার শিক্ষার নির্যাস। পরিশেষে এইটুকু বলব আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের পূর্ব-পুরুষাগত এই সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুন্ন রাখি। অপ-সংস্কৃতির কু-প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে-এর ধারক ও বাহক হয়ে একে সুশোভিত করে তুলি। সে সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ও এতে সম্পৃক্ত করে এদের প্রাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত এক স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

জম্মু-কাশ্মীরের কিষ্টওয়ার জেলার দুল এলাকায় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর গুলিবিনিময়, অভিযান চলছে

কিষ্টওয়ার, ১০ আগস্ট : জম্মু-কাশ্মীরের কিষ্টওয়ার জেলায় রোববার সন্ত্রাসীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিবিনিময় শুরু হয়েছে, যা এখনও চলমান। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, অভিযানটি অব্যাহত রয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনী কিষ্টওয়ার জেলার দুল এলাকায় সন্ত্রাসী উপস্থিতি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান অভিযান শুরু করেছিল। এ সময় সন্ত্রাসীরা, যাদের সংখ্যা দুইজন হতে পারে, নিরাপত্তা বাহিনীর দলকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে, ফলে একটি গুলিবিনিময় শুরু হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কোর এই সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং তাদের এক্স পোস্টে জানিয়েছে, 'সেনার সতর্ক সেনারা একটি গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযান চালানোর সময় রোববার ভোরে দুল এলাকায় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং গুলিবিনিময় শুরু হয়।'

হোয়াইট নাইট কোরের এক পোস্টে বলা হয়, 'গোয়েন্দা ভিত্তিক অভিযান চালানোর সময় সেনা বাহিনীর সতর্ক দল কিষ্টওয়ার জেলার দুল এলাকায় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। গুলিবিনিময় চলছে, অভিযান অব্যাহত রয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কিষ্টওয়ার-পদ্দার সড়কের কাছে দুল এলাকায় দুটি সন্ত্রাসী লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সন্ধান করতে গিয়ে গুলিবিনিময়ে জড়িয়ে পড়ে। সূত্রগুলি আরও জানান, সন্ত্রাসীরা সম্ভবত পাকিস্তানি নাগরিক। রোববার সকালে সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে, পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দলটি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।এই সংঘর্ষ স্বাধীনতা দিবসের আগে নিরাপত্তা বাহিনীর একাধিক অভিযানের মধ্যে একটি। কিশওয়ার জেলা ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ মোকাবিলায় বেশ কিছু অভিযান পরিচালনা করছে। সম্প্রতি, পুলিশ তিন ডজনেরও বেশি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে, যেখানে সন্ত্রাসী দলের সক্রিয় সদস্যরা বসবাস করত, যাদের বেশিরভাগ পাকিস্তান বা পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে এসেছিল, অথবা তারা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির ওপরগ্রাউন্ড কর্মী।

একটি বড় অভিযানে, কিষ্টওয়ার জেলার পুলিশ শনিবার একযোগভাবে ২৬টি বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে, যার মধ্যে ছিল হিজবুল মুজাহিদিনের একজন শীর্ষ কমান্ডার মোহাম্মদ আমিন ভাট, যিনি ''জেহাঙ্গীর সারুরি'' নামে পরিচিত, এবং তিনি দীর্ঘ সময় ধরে জম্মু-কাশ্মীরে সক্রিয় একজন সন্ত্রাসী।

এই সংঘর্ষটি দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে চলমান একটি বৃহত্তর অ্যান্টি-টেরর অভিযান এবং চলমান গুলিবিনিময়ের একটি অংশ হিসেবে ঘটেছে। কুলগামের আখাল এলাকায় ১ আগস্ট শুরু হওয়া এই অভিযানটি সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অ্যান্টি-টেরর অভিযানগুলির মধ্যে একটি। এই সংঘর্ষে দুটি ভারতীয় সেনা সদস্য এবং একজন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে।

কুলগামের এই অভিযানে এখনও অভিযান চলছে এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী শক্ত হাতে অভিযান পরিচালনা করছে।

পিএম মোদী ৩টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং বেঙ্গালুরুর বহু প্রতীক্ষিত ইয়েলো লাইন উদ্বোধন করলেন

বেঙ্গালুরু, ১০ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১০ আগস্ট ২০২৫ বেঙ্গালুরুর নামা মেট্রোর ইয়েলো লাইন উদ্বোধন করেছেন, যা আরভি রোড মেট্রো স্টেশন থেকে বোম্মসন্দ্রা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মেট্রো লাইনটি বেঙ্গালুরুর আইটি হাবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে এবং শহরের কিছু ঘনবসতিপূর্ণ করিডোরে ট্রাফিক জমাট কমাতে সাহায্য করবে।

মোদী রাগিগুদ্দা মেট্রো স্টেশন থেকে মেট্রো যাত্রা শুরু করেন, কিউআর কোড সক্ষম টিকিট বিক্রির মেশিন পরীক্ষা করেন এবং ইলেকট্রনিক সিটি স্টেশন পর্যন্ত প্রথম সার্ভিসে চড়েন। এই মেট্রো লাইনটি মেট্রো ফেজ-২ প্রকল্পের অংশ, যার মোট দৈর্ঘ্য ১৯.১৫ কিমি এবং এতে ১৬টি স্টেশন রয়েছে।

এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী তিনটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্বোধন করেন, যা বেঙ্গালুরু থেকে বেলাগাভি, অমৃতসর থেকে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী কাত্রা এবং নাগপুর (আজনি) থেকে পুনে চলবে। যদিও বেঙ্গালুরু-বেলাগাভি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস মোদী নিজে উদ্বোধন করেন, অন্যান্য দুটি ট্রেন ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্নাটক রাজ্যের গভর্নর থাওয়ারচাঁদ গেহলট, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া এবং কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবসহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরের কারণে বেঙ্গালুরুর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ট্রাফিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

বেঙ্গালুরু ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকাল ৮:৩০ থেকে ২:৩০ পর্যন্ত মারেনাহাল্লি মেইন রোড, সিল্ক বোর্ড থেকে হোসুর পর্যন্ত এলিভেটেড ফ্লাইওভার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তারা আরও জানিয়েছে, হোসুর রোড এবং নাইস রোডে ট্রাফিক জ্যাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষত ইলেকট্রনিক সিটির দিকে যাওয়ার পথে। ট্রাফিক পুলিশ জনগণকে হোসুর থেকে বেঙ্গালুরু সিটি পর্যন্ত রাস্তাটি পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছে, কারণ এই রাস্তায় আন্তঃরাজ্য ট্রাফিকের চাপ বাড়তে পারে।

মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেঙ্গালুরু মেট্রো প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করবেন। এটি শহরের পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে এবং মেট্রো সম্প্রসারণের মাধ্যমে শহরের যানজট কমাতে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'এই নতুন মেট্রো লাইনটি শহরের আইটি কর্মীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ইলেকট্রনিক সিটি এবং আশপাশের এলাকার জন্য একটি বড় সুবিধা সরবরাহ করবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'কিছু বিলম্বের পর অবশেষে ইয়েলো লাইনটি চালু হয়েছে, যা শহরের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার সমাধান করতে সহায়ক হবে।'

বেঙ্গালুরুর এই নতুন উদ্যোগ সারা ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, যেখানে আধুনিক ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা প্রাধান্য পাবে।

স্টিফেন কল্বার্ট এবং জিমি ফলন ট্রাম্পের ভারতীয় পণ্য শুল্ক বৃদ্ধি নিয়ে সমালোচনা করলেন

নিউইয়র্ক, ১০ আগস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর, লেট নাইট শো হোস্ট স্টিফেন কল্বার্ট এবং জিমি ফলন তার এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতের পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন, যার মধ্যে বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া ২৫ শতাংশ এবং আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক ২৮ আগস্ট কার্যকর হবে, যা রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে।

'দ্য লেট শো'-তে স্টিফেন কল্বার্ট বলেন, 'ট্রাম্পের এই শুল্ক ভারতীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেবে, যেমন গজ, ব্যান্ডেজ, এবং ওয়েডিং।' তিনি মজা করে বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখনই সময় আমার নতুন পণ্য ''স্টিভের ওয়াড'' বাজারে আনার। এতে কী আছে? কী ভাবছেন, আপনি তো রক্ত ঝরাচ্ছেন। এটা শুধু একটি ওয়াড।'

কল্বার্ট আরও বলেন, 'আশা করি, আপনি আপনার ঘড়ি ''আরও দামি'' সময়ের দিকে পিছিয়ে দিয়েছেন,' তার পরেই ট্রাম্পের নতুন শুল্ক ব্যবস্থা কার্যকর হওয়া নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন।

ট্রাম্পের শুল্ককে 'বিশাল' আখ্যা দিয়ে কল্বার্ট বলেন, 'মার্কিন প্রশাসন ১৯২৯ সালের গ্রেট ডিপ্রেশন পরবর্তী সর্বোচ্চ স্তরে আমদানির শুল্ক বৃদ্ধি করেছে।'

তিনি বলেন, 'কখনও ভালো লক্ষণ নয় যখন আপনাকে ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা হয়,' উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ব্রাজিলও এই ৫০ শতাংশ শুল্কের শিকার, যা 'মাংসভোজী আমেরিকানদের জন্য খারাপ খবর।'

জিমি ফলনও ট্রাম্পের শুল্ক বাড়ানোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আজ, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক আরোপিত হয়েছে ৯০টিরও বেশি দেশের ওপর, যার মধ্যে কানাডা, ব্রাজিল এবং ভারত রয়েছে। একমাত্র দেশগুলো, যেখানে ট্রাম্প শুল্ক আরোপ করেননি, তা হলো উত্তর কোরিয়া এবং এপস্টাইন দ্বীপ,' তিনি বৃহস্পতিবার এ মন্তব্য করেন।

ফলনের এই মন্তব্য এসেছিল, যখন ট্রাম্প প্রশাসন সজ্জন ব্যবসায়ী জেফরি এপস্টাইনের ঘটনায় সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছিল।

'এদিকে, ব্রাজিলের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক অ্যারোন্নায় ফলমূলের দাম বাড়িয়ে দেবে, যেমন কলা, আম, এবং আনারস। ''এডিবল অ্যারেঞ্জমেন্টস'' বলেছিল, ''যতক্ষণ না ক্যান্টালোপ এবং দীর্ঘ সিভিএস রসিদের দাম বাড়ানো হয়, ততক্ষণ আমরা ঠিক আছি,''' ফলন আরও বলেন।

NOTIFICATION

Whereas, the "Independence Day" is going to be celebrated on 15-08-2025
AND
Whereas, it is felt necessary to close all liquor shops & Bar under West Tripura District on 15-08-2025 so that peace, tranquility and order prevails in the area during the day of Independence Day celebration.
Now, therefore, in exercise of powers conferred under Rules 174-A(c) of the Tripura Excise Rules 1990, the undersigned do hereby order that all foreign liquor, country liquor shops & Bar under West Tripura District shall remain closed on 15-08-2025 and strictly observed as "Dry Day"
ICA/D/731/25

Collector of Excise
West Tripura District

পাকিস্তানের বিজয়ের দাবি নিয়ে কটাক্ষ
অপারেশন সিন্দুরে ন্যারেটিভ ম্যানেজমেন্টের গুরুত্ব তুলে ধরলেন

চেন্নাই, ১০ আগস্ট : ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী পাকিস্তানের সাম্প্রতিক যুদ্ধের পর বিজয়ের দাবি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। তিনি পাকিস্তানের 'ন্যারেটিভ ম্যানেজমেন্ট' সিস্টেমের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'বিজয় মানসিক বিষয়, এটি সব সময় মনেই থাকে। পাকিস্তানিরা যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা তাদের দেশের সাম্প্রতিক বিজয়কে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে, তাদের মনে হবে যে তারা অবশ্যই জিতেছে, কারণ তাদের সেনাপ্রধান আসিম মুনির ফিল্ড মার্শাল পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।'

এই মন্তব্যের মাধ্যমে জেনারেল দ্বিবেদী পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের রাজনৈতিক প্রকল্প ও প্রচারণা ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন, যা তাদের জনগণকে যে কোনো পরিস্থিতিতেই বিজয়ের অনুভূতি দেয়। তিনি আরও বলেন, 'পাকিস্তানিরা জানিয়ে দেয়, যদি তাদের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল হন, তাহলে তারা জিতেছে। এই ধরনের ''ন্যারেটিভ ম্যানেজমেন্ট'' তাদের জনগণকে সামরিক হারাবার পরও বিজয়ী মনে করতে সাহায্য করে।'

ভারতীয় সেনাপ্রধান বলেন, 'ন্যারেটিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এমন একটি কৌশল, যা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। বিজয় সবসময় মানসিকভাবে ঘটে এবং এটি সমস্ত দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে।' তিনি জোর দেন যে, অপারেশন সিন্ডুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনেও শুধু সামরিক কৌশল নয়, কৌশলগত বার্তা এবং বিশ্বজুড়ে জনমত গঠনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ভারতীয় বাহিনী তাদের কৌশলগত বার্তাগুলি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। জেনারেল দ্বিবেদী উল্লেখ করেন যে, 'আমাদের প্রথম বার্তা ছিল ''ন্যায় করা হয়েছে''।' এই বার্তা বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তা ভারতীয় বাহিনীর সক্ষমতার প্রতি জনমতের সমর্থন সৃষ্টি করেছিল।

তিনি আরও বলেন, 'এই বার্তাগুলি খুবই সরল ছিল, তবে তার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর এবং তা বিশ্বজুড়ে পৌঁছেছে।' সেনাপ্রধান ভারতীয় সেনা এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর দুই মহিলা অফিসারের যৌথ প্রেস কনফারেন্সের উদাহরণ তুলে ধরেন, যা আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। 'যে লোগোটি আপনি সারা পৃথিবীজুড়ে দেখতে পান, সেটি একটি লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং একজন এনসিও তৈরি করেছিলেন,' জানান তিনি।

অপারেশন সিন্ডুর ভারতের উত্তরপ্রান্তে পাকিস্তান সীমান্তে চালানো একটি সামরিক অভিযান ছিল, যা পাকিস্তান-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পন্ন হয়। জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, অপারেশন সিন্ডুর ছিল একটি ইন্টেলিজেন্স-ভিত্তিক অভিযান, যা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নতুন ধরনের অভিযান হিসেবে উদ্ভূত হয়। তিনি এটিকে চেস খেলার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'আমরা জানতাম না শত্রু পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবে, এবং আমরাও আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা জানতাম না।'

তিনি আরো জানান যে, 'এটি ছিল একধরনের ''গ্রে জোন'', যেখানে আমরা কোনও প্রথাগত সামরিক কৌশল ব্যবহার করছিলাম না, তবে এটি সাধারণভাবে যুদ্ধের কাছাকাছি ছিল। এই ধরনের অভিযানগুলিতে প্রতিটি পদক্ষেপই অত্যন্ত হিসাব করা ছিল, যেখানে প্রতিপক্ষের খুঁটিনাটি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।'

জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, অপারেশন সিন্ডুরের সফলতা রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি এবং সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দ্বারা সুনিশ্চিত হয়েছিল। তিনি স্মরণ করেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছিল।' ২৩ এপ্রিল, পাকিস্তানের সীমান্তে সংঘটিত পহেলগাঁও গণহত্যার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য একটি মুক্ত হাতে কার্যক্রম চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

'একদিন পর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সেনা প্রধানদের সঙ্গে বসে এবং বললেন, ''এখন আর সহ্য করা হবে না। কিছু করা উচিত।'' এই ধরণের রাজনৈতিক স্পষ্টতা এবং সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।' সেনাপ্রধান আরো যোগ করেন, 'এই স্বাধীনতা আমাদের সেনাপ্রধানদের মাঠে অবস্থান করে সিদ্ধান্ত নেবার শক্তি দিয়েছে।'

অপারেশন সিন্ডুর পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী শিবিরগুলিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হয়। পাকিস্তান-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের দ্বারা পহেলগাঁও গণহত্যার পর ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। ২২ এপ্রিল, পাকিস্তানের শত্রু সন্ত্রাসীরা কাশ্মীরের পহেলগাঁও এলাকায় ২৬ জন ভারতীয় পর্যটককে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বাহিনী ৯টি সন্ত্রাসী শিবিরে আকাশপথে হামলা চালায় এবং ৭ মে সকালে ১০০-এরও বেশি সন্ত্রাসীকে নির্মূল করে।

এছাড়া, গত মাসে অপারেশন মহাদেবের মাধ্যমে তিনজন সন্ত্রাসীকে ধরা হয়, যারা পহেলগাঁও গণহত্যায় জড়িত ছিল। জেনারেল দ্বিবেদী এই অভিযানের সফলতা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ধারাবাহিক প্রস্তুতির প্রশংসা করেন।

ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল দ্বিবেদীর এই মন্তব্য এবং বিশ্লেষণ পাকিস্তানের সামরিক কৌশল ও প্রচারণা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতের নতুন সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলগত বার্তার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ়তার সাথে, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হয়েছে এবং সামরিক দিক থেকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে, যা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হতে পারে।

PNIT NO: e-PT-XXI/EE/RDD/ABS-DIVN/JNR/2025-26, DATED-06-08-2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 20-08-2025 for Hiring of 1 No. Vehicle (Maruti Echo) for SDO, Salema under Dhalai Tripura, Ambassa for the period of 2(Two) years. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth.
ICA/C 1827/25

[Er. V. Debbarma]
Executive Engineer R.D. Ambassa Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: 02/CONST/SP (SPJ)/ 2025-26 DT06/08/2025

The Superintendent of Police, Sepahijala District, Bishramganj invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate of appropriate class registered with bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/OtherState PWD up to 3.00P.M on 26/08/2025 for the following works:

SL. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	COST OF TENDER FORM	TIME FOR COMPLETION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	Construction of one additional room for extension of existing Magazine room at District HQr , Sepahijala District Bishramganj under SP(Sepahijala), Tripura DNIe-T No: e-DT-02/CONST/SP (SPJ)/ 202-26	Rs. 6,25,386.00	Rs 12,508.00	Rs 1000.00	90 Days	26/08/2025 up to 15.00 Hours	26/08/2025 Time 15.30 Hours	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. There will be no option for offline bid/Physical dropping of tender. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re- Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.
Earnest Money Deposit (EMD) and Bid Fee (Tender fee) are to be paid through online portal only the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. Bid Fee as applicable, is Non-Refundable. The Bidders' EMD amount shall be refunded to the bidder, after the "Award of Contract (AoC)" event is completed in the Tripura e- Procurement Portal, and only on receipt of "Performance Bank Guarantee" from the L1 Bidder in Physical Form.
The successful Bidder (L) will also have to deposit Bank Guaranty as security deposit prior to Award of Contract (AoC) and however, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to spspi@tripurapolice.nic.in
Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Superintendent of Police, Sepahijala District, Bishramganj, and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to spspi@tripurapolice.nic.in
Note: - NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.
ICA/ C/ 1819/25

Superintendent of Police
Sepahijala District, Bishramganj

PRESS SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIT No. 15/EE/DWS/DMN/2025-26

The Executive Engineer, DWS Division, Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single /two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	47/EE/DWS/DMN/2025-26	Rs 9,09,300.00	Rs. 18,186.00	180 days	Appropriate Class
2	48/EE/DWS/DMN/2025-26	Rs 1,99,948.00	Rs. 3,999.00	180 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 18-08-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 18-08-2025 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee: 1,000.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in and https://www.eprocure.gov.in/epublish/app
ICA/C/ 1822/25

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar, North Tripura.

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সম্মেলন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ওজন ঝরাতে স্বাস্থ্যকর স্যালাড বানাতে পারেন ডিম দিয়ে

নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। শারীরিক তেমন কোনও সমস্যা নেই। এই সব ক্ষেত্রে পুষ্টিবিদেরা খাবারের তালিকায় রোজ একটি করে ডিম রাখতে বলেন। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে, অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখতে জিমের প্রশিক্ষকেরাও একই পরামর্শ দেন। তবে ডিম ভাজা বা পোচ নয়, এ ক্ষেত্রে ডিম সেদ্ধ খাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু রোজ সেদ্ধ ডিম খেতে অনেকেই পছন্দ করেন না। এ দিকে, সকালের জলখাবারে খুব বেশি সময় দিয়ে রান্না করাও সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে। অথচ শরীরে প্রোটিনের, ক্যালশিয়ামের জোগান ঠিক রাখতে পারে ডিম। এ ছাড়াও ডিমে রয়েছে কোলিন, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন এ এবং ডি। তাই প্রতি দিন অন্তত একটি করে ডিম খাওয়া আবশ্যক। রন্ধনশিল্পীরা বলেন, সেদ্ধ ছাড়াও ডিম খাওয়ার স্বাস্থ্যকর উপায় হল স্যালাড। কাজে বেরোনোর আগে কম সময়ে চটজলদি কী ভাবে তৈরি করবেন ডিমের স্যালাড? তার প্রণালী রইল এখানে।

উপকরণ ডিম: ২টি পেঁয়াজপাতা: সামান্য গোলমরিচ: আধ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স: আধ চা চামচ লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ লেটুস পাতা: ২-৩টি প্রণালী ১) প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিন। খেয়াল রাখবেন ডিম যেন ভাল ভাবে সেদ্ধ হয়। ২) এ বার সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ৩) একটি পাত্রের মধ্যে টুকরো করা ডিম, পেঁয়াজ পাতা এবং লেটুস কুচি করে দিয়ে দিন। ৪) স্বাদ অনুযায়ী নুন, গোলমরিচ এবং চিলি ফ্লেক্স যোগ করুন। ঝাল খেতে অসুবিধা হলে চিলি ফ্লেক্সের বদলে অরিগ্যানো বা অন্য কোনও মশলা দিতে পারেন। ৫) সব শেষে উপর থেকে লেবুর রস ছড়িয়ে সব উপকরণ ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন।

বাতের ব্যথায় মাটিতে পা ফেলা দায়?

বাতের ব্যথা এখন ঘরে-ঘরে। বয়সের আগেই এই সমস্যার শিকার অনেকেই। অনিয়মিত, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, বংশগত কারণ, রোগের প্রভাব, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আর্থারাইটিসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিতাতো আছেই, কিন্তু জানেন কি এমন কিছু ফল রয়েছে যা কমায় আর্থারাইটিসের ঝুঁকি?

জেনে নিন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে যোগ করবেন কী-কী খাবার

আপেল: কথাতেই আছে, "আন অ্যাপেল অ্যা ডে, কিপস দ ডক্টর অ্যাওয়ে।" অর্থাতশরীরের জন্য আপেল ভীষণ উপকারি একটি ফল। আর্থারাইটিসের জন্যও এই ফলের জুড়ি নেই। এতে প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট রয়েছে। যা ব্যথা কমায়। এছাড়া এতে উপস্থিত কোয়ারসেটিন দ্রুত ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

চেরি: টার্চ চেরি বাতের জন্য অতন্ত কার্যকর। এতে অ্যান্থোসায়ানিন রয়েছে। যা চটজলদি বাতের বথা কমাতে সাহায্য করে।

আনারস: আনারসে রয়েছে ব্রোমেলিন। যা যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। জয়েন্টের ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দেয় এই ফল। অবশ্যই ডায়েটে যোগ করুন এই ফল।

কমলালেবু: ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একটি ভাল উত হল কমলালেবু। এছাড়াও রয়েছে অক্সিডেটিভ, যা আর্থারাইটিসের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে কমলালেবু। তাই বেশি করে কমলালেবু খান।

ব্লুবেরি: ভরপুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই ফল শরীরের প্রদাহ কমায়। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্থোসায়ানিন, যা বাতের ব্যথা কমায়।

মাছ: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ। এক্ষেত্রে আপনি খেতে পারেন চিংড়ি, কাঁকড়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহে অন্তত ৩-৪ দিন এই ধরনের মাছ খাওয়ার চেষ্টা করুন। কিছু গবেষণা বলছে, টানা আট সপ্তাহ এই ধরনের মাছ খেলে যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমে। যার সঙ্গে যোগ রয়েছে বাতের ব্যথারও।

রসুন: আদিকাল থেকে বাতের ব্যথার উপশম হিসেবে ববহার হয়ে আসছে রসুন। বাতের ব্যথায় আরাম পেতে তাই রসুন তেল মালিশ করার চল রয়েছে অনেক বাড়িতেই। তবে শুধু মালিশ করলেই হবে না। এর পাশাপাশি গোটা রসুন খেলেও উপকার পাবেন।

আদা: রসুনের মতো আদাতেও প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। যা বাতের ব্যথা থেকে আরাম দেয়। খাবারের সঙ্গে বা গোটা আদা চিবিয়ে খেয়ে দেখুন, উপকার পাবেন।

ব্রোকোলি: ব্রোকোলি শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিনকে বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে শরীর সুস্থ থাকে ও বথাও কমে।

পালং শাক: হাজার গুণে ভরপুর পালং শাক বাতের ব্যথা থেকও দ্রুত আরাম দিতে সাহায্য করে।

আঙুর: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

সপ্তাহখানেক আগে আটা মেখে রাখলেও কালো হবে না

রাতে রুটি খান অনেকেই। প্রতি দিনই রুটি বানাতে হয় বলে খাটনি কমাতে অনেকেই একেবারে আটা মেখে রেখে দেন। তাতে সময়ও বাঁচে। পরিশ্রমও কম হয়। আটা মাখা থাকলে খুব বেশি চিন্তাও হয় না। খাওয়ার আগে গরম গরম রুটি সেঁকে নিলেই হল। কিন্তু আটা মেখে রাখলে বেশি দিন ভাল থাকছে কি না, সেটাও দেখা জরুরি। দীর্ঘ দিন কী ভাবে ভাল রাখবেন আটা মাখা?

১) আটা মাখার সময় জলের সঙ্গে অল্প তেল অথবা ঘি মিশিয়ে নিন। আটা বেশ নরমও হবে। আর এ ভাবে মেখে রেখে দিলেও অনেক দিন ভাল থাকবে।

২) আটা মেখে একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে রেখে দিতে পারেন। এতে আটা নরম থাকবে। শক্ত হয়ে যাবে না। এ ছাড়াও প্লাস্টিকের বাক্সেও ভরে রাখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে দিনে এক বার কিছু ক্ষণের জন্য বাক্সের ঢাকনা খুলে রাখতে হবে।

৩) আটা মাখার পর মণ্ডটি বায়ুরোধী বাক্সে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। দেখবেন কোনও ভাবে যাতে হাওয়া না ঢোকে। এমন ভাবে রাখলে বেশ কিছু দিন ভাল থাকবে।

৪) আটা মেখে রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারেন জিপলক ব্যাগ। আটা মাখার কিছু ক্ষণ পর মণ্ডটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিন। আবার রুটি করার কিছু ক্ষণ আগে বার করে নিন।

৫) স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আটা মেখে রাখবেন না। তাতে আটা কালো হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে রান্নাঘরেরই শুকনো কোনও জায়গায় বাক্সতে ভরে রেখে দিন।

শ্বাসকষ্ট আছে বলে শরীরচর্চা করেন না?

শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুতেই বিধিনিষেধ চলে আসে। বিশেষ করে শরীরচর্চার সময় বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা যাঁদের রয়েছে, একটু ভারী কাজ করলেই তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন। সেখানে দীর্ঘ ক্ষণ শরীরচর্চা করলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। শরীরচর্চার মাঝে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার সমস্যাটিকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় "এক্সারসাইজ ইনডিউসড অ্যাজমা" (ইআইবি)।

শরীরচর্চার সময় শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, হাঁচি, কাশি, শারীরিক অস্বস্তি হল "ইআইবি"-র উপসর্গ। তবে ঝুঁকি এড়াতে শরীরচর্চা বন্ধ করে দেওয়া বোকামি। তার চেয়ে কয়েকটি উপায় মেনে চললে শরীরচর্চা করলেও সমস্যা হবে না।

১) শরীরচর্চার আগে হালকা "ওয়ার্ম আপ" করে নিন। ব্যায়াম করার আগে স্ট্রেচিং করে নিলে উপকার পেতে পারেন। শুরুতেই যদি শরীরচর্চা শুরু করে দেন, তা হলে মুশকিলে পড়তে পারেন।

২) শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে শরীরচর্চা করতে পারবেন কি না, সেটা একমাত্র চিকিৎসকই বলতে পারবেন। তাই সবচেয়ে ভাল হয় এ বিষয়ে যদি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। সঙ্গে ইনহেলার রাখতে ভুলবেন না। শরীরচর্চা করতে গিয়ে যদি বুঝতে পারেন কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তখনি ব্যায়াম করা বন্ধ করুন। জোর করে না করাই ভাল।

৩) ভারী শরীরচর্চার বদলে সাঁতার কাটতে পারেন। এতে শারীরিক পরিশ্রম হয় বটে, তবে অন্যান্য শরীরচর্চার মতো নয়। জলের উপর হালকা করে হাত-পা চালিয়ে সাঁতার কাটলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

সকালে জলখাবারের সঙ্গে কলা খেলে কি বেড়ে যাবে সুগার?

ডায়াবেটিসের রোগীরা সব ধরনের খাবার খেতে পারেন না। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা মেনে চলতে হয়। এমনকী সব ধরনের ফলও খেতে পারেন না ডায়াবেটিকরা। তবে, এমন অনেক ফল রয়েছে, যার গ্লাইসেমিক সূচক কম। সেগুলো ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারেন। আবার অনেক ফলের মধ্যে ফ্রুক্টোজ রয়েছে, যা এক ধরনের প্রাকৃতিক শর্করা।

সেগুলো এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ বিষয়টি সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, ডায়াবেটিসের রোগীদের কলা খেতে বারণ করা হয়। কিন্তু কলা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকারক, সেটা কি জানেন?

স্বাদে মিষ্টি এবং শর্করা ও কার্বসে পরিপূর্ণ থাকে কলা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলা ব্রেকফাস্টে খাওয়া হয়। কিন্তু কলা খেলেই কি রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়? নাকি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকৃত কলা? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে থাকে ৬ গ্রাম স্টার্চ এবং ১৪ গ্রাম শর্করা। কিন্তু কলা গ্লাইসেমিক সূচক অনেক কম। কলার পরিমাণে উচ্চ পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে। যে সব খাবারে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে, সেগুলো খেলে চড়চড়িয়ে বেড়ে যায় রক্তে শর্করার মাত্রা। তা সত্ত্বেও সুগার রোগীদের জন্য উপযুক্ত কলা। তার কারণে শর্করা ও কার্বস ছাড়াও কলায় ভরপুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার ডায়াবেটিসের রোগীদের নানা উপায়ে উপকৃত করে। তবে, আপনাকে সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে।

শর্করা ও কার্বসের পাশাপাশি মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে ৩ গ্রাম ফাইবার থেকে। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য এই ফাইবার উপযুক্ত। এই ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং কার্বস শোষণে সাহায্য করে। কলা খাওয়ার পর আপনার মনে হতে পারে যে, রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা সাময়িক। বরং, কলা খেলে আপনার রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তবে, সুগার রোগীদের সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে। তাছাড়া কলার সাইজের উপরও নির্ভর করছে আপনার সুগার লেভেল বাড়বে কি না। পুষ্টিবিদদের মতে, মাঝারি সাইজের কলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। যত বড় সাইজের কলা খাবেন, তত বেশি শরীরে কার্বসের পরিমাণ বাড়বে, যা সুগার রোগীদের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি কলার আরও গুণ রয়েছে। কলার মধ্যে ফাইবারের পাশাপাশি পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬ ও ভিটামিন সি এবং বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। কলা খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এছাড়া পেট পরিষ্কার করতে ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে কলা। তাই রোজ কলা খেলেও কোনও ক্ষতি নেই।

ডায়েট কোক থেকেও হতে পারে ক্যানসার

অ্যাসপারটেম নামক কৃত্রিম চিনি থেকে হতে পারে ক্যানসারের মতো মারণরোগ, সম্প্রতি ওয়াসিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। এক মাস আগেই কৃত্রিম চিনির বহুল ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে হু-এর ক্যানসার গবেষণা সংস্থা আগামী মাসেই অ্যাসপারটেমকে কার্সিনোজেন (ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ) বলে ঘোষণা করবে। ১৯৮১ সালে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) অ্যাসপারটেম ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। অনুমোদনের পর থেকে পাঁচ বার এর নিরাপত্তা পর্যালোচনা পর্ব চলেছে। ভারত-সহ আরও ৯০ টি দেশে এই কৃত্রিম চিনি ব্যবহার করা হয়। কোকো কোলার ডায়েট কোক, মার্স এক্সট্রা চুয়িংগামে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। অ্যাসপারটেমে ক্যালোরির মাত্রা শূন্য। এক চামচ চিনির তুলনায় এটি ২০ গুণ বেশি মিষ্টি। ৯৫ শতাংশ কার্বোনেটেড নরম পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। বাজারে যে সব "ইনস্ট্যান্ট টি" বা তৈরি করা চা পাওয়া যায় তার মধ্যে ৯০ শতাংশতেই এই যৌগ থাকে।

ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এফেসএসএআই) নির্দেশ অনুযায়ী যে খাবার কিংবা পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হবে, তাদের বাইরের কভারে যৌগটির নাম অবশ্যই লিখতে হবে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই নরম পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি এর বিরোধিতা শুরু করেছে। তাদের দাবি, এই খবরের প্রভাবে সাধারণের চিনি খাওয়ার প্রবণতা আরও বাড়বে, ফলে শরীরের আরও বেশি ক্ষতি হবে। তাদের দাবি অ্যাসপারটেম নিয়ে হু-এর খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার গবেষণা ভিত্তিহীন।

জন্ডিসে লিভারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে যায়

গরমে জন্ডিস, পেটের সমস্যা এসব খুবই বাড়ে। তবে জন্ডিসের মত রোগ নিয়ে হেলাফেলা নয়। এতে লিভারের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। এমনকী লিভার নষ্টও হয়ে যেতে পারে। জন্ডিস হলে লিভার বিলিরুবিন ফিল্টার করতে পারে না। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রাও অনেকখানি বেড়ে যায়। বিলিরুবিন হল হলুদ রঙের একটি পদার্থ যা লাল রক্তকণিকা ভেঙে তৈরি হয়।

এই বিলিরুবিন রক্তে জমতে শুরু করলেই ত্বক, চোখ, মাড়ি এসব হলুদ হয়ে যায়। আর এই দেখেই কিন্তু বোঝা যায় যে জন্ডিস হয়েছে কিনা।

জন্ডিসে আক্রান্ত হলে চোখ, ত্বক শরীরের টিস্যুগুলি হলুদ হয়ে যায়। এর ফলে জন্ডিস হলে চোখ, ত্বক এসব হলুদ হতে শুরু করে। জন্ডিস হলে বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়ে সেই সঙ্গে প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে মলের রঙে পরিবর্তন, পেটে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, ক্লান্তি, জ্বর এসব থাকেই। বিলিরুবিন হল বিষাক্ত পদার্থ যা লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করে। এমনকী জন্ডিস থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। আর তাই জন্ডিসে ডায়েট মেনে তলতেই হবে। আর তাই লিভার থেকে ডিটক্সিফিকেশন হওয়া খুবই জরুরি। শরীরে যদি টক্সিন জমতে থাকে সেখান থেকে সমস্যার একশেষ। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আর সেইমত খাবার খান।

ফ্রেশ সবজি আর ফল খেতেই হবে। এই সবজি-ফলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে থাকে ফাইবার, যা আমাদের বিপাকে সাহায্য করে। আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং হজমেও সাহায্য করে। আঙুর, পেঁপে, কুমড়ো, মিষ্টি আলু, কচু, টমেটো, গাজর, ব্রকোলি, ফুলকপি, ক্র্যানবেরি, ব্লুবেরি এসব খান। সেই সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা-মুগ, রসুন, শাক, আদা এসবও নিয়ম করে খান। আদা-তুলসি-লুদ এসব দিয়ে চা বানিয়ে খান। এর মধ্যে ক্যাফাইনের ভাগ বেশি থাকে। এছাড়াও ব্ল্যাক কফি ক্যানসারের হাত থেকে রক্ষা করে।

লিভারের জন্য খুব ভাল হল গোটা শস্যদানা। ওটস, বিভিন্ন বীজ, শস্যদানা এসব অবশ্যই রাখুন ডায়েটে। সেই সঙ্গে বাদাম কিন্তু রাখতে হবে। আমন্ডের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ই। সেই সঙ্গে ফেনোলিক অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এছাড়াও আছে ফাইবার আর হেলদি ফ্যাট। রেড মিট আর বড় মাছ কোনও ভাবেই নয়। ছোট মাছ খান। চিকেন খান। আর চিকেনের মধ্যে থাকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, অ্যালকোহল, কার্বোহাইড্রেট। যা প্রোটিন বিপাকে সাহায্য করে। এছাড়াও ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। লেবু জল, গ্রিন টি এবং ডাক্তারের পরামর্শ মত খাবার খান।

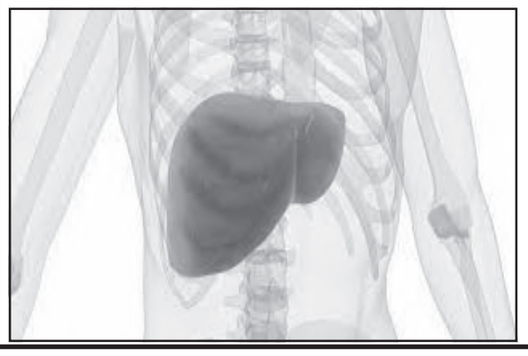

কোন কোন তেল দিয়ে রান্না করলে সুস্থ থাকবে শরীর?

রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লেই খাওয়াদাওয়ায় একটা বিধিনিষেধ চলে আসে। খাওয়াদাওয়ায় রাশ না টানলে ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল। বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার, তেল-মশলা যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। চিকিৎসকেরাও তেমনটাই বলে থাকেন। ডায়াবেটিকদের সব সময় বাড়ির খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে বাড়ির খাবার হলেও কোন তেলে রাঁধছেন, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। কোন তেল দিয়ে রাঁধলে শর্করার মাত্রা বশে থাকবে? অলিভ অয়েল অলিভ অয়েলে রয়েছে সব ধরনের উপকারী উপাদান। এতে রয়েছে কিছু উপকারী ফ্যাটও, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। শুধু ডায়াবেটিক নয়, যাঁরা হৃদরোগের সমস্যায় ভুগছেন, অলিভ অয়েল তাঁদের জন্যেও কম উপকারী নয়। অ্যাভোকাডো অয়েল ডায়াবেটিকদের হেঁশেলে এই তেল থাকা জরুরি। অ্যাভোকাডো অয়েলে রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। সেই সঙ্গে কোলেস্টেরল রোগীদের জন্যেও অ্যাভোকাডো অয়েল স্বাস্থ্যকর। উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও অ্যাভোকাডো অয়েল খাওয়া যেতে পারে। উপকার পাবেন। ডায়াবেটিকেরা অলিভ অয়েলে করা রান্না খেতে পারেন। ছবি: সংগৃহীত। বাদাম তেল শরীরের যত্ন নিতে পিনাট বাটার অনেকেই খান। বাদাম তেলও কিন্তু কম স্বাস্থ্যকর নয়। ডায়াবিটিস থাকলে বাদাম তেল দিয়ে রান্না করা খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। এই তেলেও রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ফ্যাট হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখে। তিসির তেল ওজন কমাতে নিয়ম করে তিসির বীজ খান অনেকেই। পাশাপাশি তিসির তেলও শরীরের জন্য উপকারী। ডায়াবিটিস ধরা পড়লে তিসির তেলে রান্না করা খাবার খাওয়া শুরু করতে পারেন। তিসিতে রয়েছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই উপাদান শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া তিসির বীজে রয়েছে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, এই ফ্যাট কোলেস্টেরল থেকে উচ্চ রক্তচাপ, সবেরই মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

আপনি কি জানেন, স্মার্ট ওয়াচ ঠিক কতটা আপনার স্বাস্থ্য-ঝুঁকি বাড়াচ্ছে!

প্রতিদিন নতুন নতুন প্রডাক্ট চালু হচ্ছে যা জীবনকে অনেক সহজ করে তুলছে। ভারতে গত কয়েক বছরে স্মার্টওয়াচের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ রিপোর্ট অনুসারে, জুন ত্রৈমাসিকে প্রথমবারের মতো, ভারত চিনকে পেছনে ফেলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্মার্টওয়াচের বাজারে পরিণত হয়েছে।

গবেষণা সংস্থা কাউন্টারপয়েন্টের তথ্য অনুসারে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে বিশ্বব্যাপী স্মার্টওয়াচের বাজারে ভারতের অংশ ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা উত্তর আমেরিকার ২৫ শতাংশ এবং চিনের ১৬ শতাংশকে ছাড়িয়ে গেছে।

স্মার্টওয়াচ হল একটি ডিজিটাল ঘড়ি যা আপনার কার্যকলাপ এবং স্বাস্থ্য ট্র্যাক করে এবং আপনি সেই ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারেন। আজকের সময়ে, লোকেরা ফিটনেসের লক্ষ্যে পৌঁছাতে, ক্যালোরি বার্ন দেখতে, হাঁটার পদক্ষেপগুলি গণনা করতে, ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করতে, ঘুমের গভীরতা পরিমাপ করতে, হৃদস্পন্দন মাপা ইত্যাদির জন্য স্মার্ট ঘড়ি ব্যবহার করছে।

বেশিরভাগ স্মার্টওয়াচে অবশ্যই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু ফিচার্স রয়েছে, যেখান প্রাপ্ত ডেটা একেবারে সঠিক তথ্য ভেবে মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। এটা করা অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। একটি স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করা এবং এর ডেটা বিশ্বাস করা কতটা সঠিক? আমরা কি একটি চিকিৎসা যন্ত্র হিসেবে স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করতে পারি? আমরা এই বিষয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি এবং জানতে পেরেছি যে স্মার্টওয়াচ থেকে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য তথ্যের উপর আস্থা রাখা কতটা সঠিক।

মণিপুর: দুই দিনের অভিযানে তিন জঙ্গি গ্রেপ্তার জরিমানা আদায় ৮৮,০০০ টাকার বেশি

ইম্ফল, ১০ আগস্ট : মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনী গত দুই দিনে দুটি পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ সংগঠনের তিন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। রাজ্যজুড়ে স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলিতে নিরাপত্তা অভিযান জোরদার করা হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কর্তৃপক্ষ ১১২টি স্থানে তল্লাশি চৌকি স্থাপন করেছে।৯ আগস্ট, বিষ্ণুপুর জেলার কুম্বি থানার কুম্বি থিংগেল লেইকাই থেকে ওয়াহেংবাম কিরণ সিং ওরফে আমুথোই (২৫) নামের এক সক্রিয় প্রিপাক (প্রো) সদস্যকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে হুমকি ও ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। এর আগের দিন, অর্থাৎ ৮ আগস্ট, মণিপুর পুলিশ ইম্ফল পশ্চিম জেলার লামফেল থানার অন্তর্গত চিংমেইরং মানিং লেইকাই থেকে কেসিপি (তাইবাংগানবা) গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য ওইনাম সোনিয়া দেবী ওরফে তেতে (৩১) কে গ্রেপ্তার করে। মূলত বিষ্ণুপুর জেলার থাঙ্গা ওইনাম লেইকাইয়ের বাসিন্দা তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও একটি আধার কার্ড পাওয়া যায়। একই দিনে, নিরাপত্তা বাহিনী ইম্ফল পশ্চিম জেলার সিংজামেই থানার অন্তর্গত হাওবাম মারাক ইরম লেইকাই থেকে কেসিপি (এমএফএল) গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য কশেত্রিমায়ুম নাওবা সিং ওরফে জেবাসেস (২৮) কেও গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ সংগঠনের ক্যাডারদের সঙ্গে উপত্যকার ডাক্তারদের যোগাযোগের বিবরণ ভাগ করে চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং একটি আধার কার্ড জব্দ করা হয়।এদিকে, মণিপুর পুলিশ মোটর যান সংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ৮ আগস্ট, তারা মোটর ভেহিকেল আইনে মোট ৫১টি চালান জারি করে ৮৮,৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এর আগের দিন ১২টি গাড়ি থেকে রঙিন কাঁচের ফিল্মও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন জেলার সীমান্তবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় তল্লাশি অভিযান ও এলাকা আধিপত্য বিস্তার কার্যক্রমও পরিচালনা করছে। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে, এনএইচ-৩৭ দিয়ে ১১৬টি প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সংবেদনশীল অংশে এসকর্ট দেওয়া হয়েছে।

পাহাড় ও উপত্যকার জেলাগুলিতে মোট ১১২টি চেকপয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছিল, তবে কোনো আটক করা হয়নি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

রবিবার আগরতলায় হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে মেয়র দীপক মজুমদার।

ভারতের আবহাওয়া সতর্কতা: বর্ষার প্রভাবে ভারী বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট : আগামী এক সপ্তাহ ধরে ভারতের উত্তর-পূর্ব এবং পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে অতিভারী বৃষ্টি ও বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে, বিশেষত অরুণাচল প্রদেশের জন্য, যেখানে ৮ আগস্ট একক স্থানে ২১ সেন্টিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই পরিস্থিতি ভারী বৃষ্টির ফলে ভূমিধস এবং নদীগুলির পানি বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

এবারের বর্ষা মৌসুমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টির তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইএমডি জানিয়েছে যে, আগামী ৭ দিন উত্তর-পূর্ব ভারত ও সংলগ্ন পূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলোতে ভারী বৃষ্টি চলতে থাকবে। বিশেষত, ৮ আগস্ট অরুণাচল প্রদেশে অতিভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে একক স্থানে ২১ সেন্টিমিটার বা তারও বেশি বৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা অঞ্চলে ৬ ও ৭ আগস্ট তীব্র বৃষ্টি হতে পারে, এবং এই অঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকি রয়েছে।

এছাড়া, ১২ ও ১৩ আগস্ট আবারও অসম ও মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এই সকল রাজ্যে ভারী বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন নদী ও উপনদী বৃদ্ধি পেতে পারে, ফলে বন্যার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনকে নদী তীরবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করতে বলা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডেও আগামী সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৭ আগস্ট থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত এই দুই রাজ্যে মাঝে মাঝে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

বিশেষত, ১০ আগস্ট থেকে বৃষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে এবং সেসব অঞ্চলে ভূমিধসের আশঙ্কা থাকতে পারে। এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের, বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলের, আরও সাবধান থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের উপ-পাহাড়ি এলাকায় এবং সিকিমেও ৭ ও ১১ আগস্ট ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এখানে বৃষ্টির তীব্রতা এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যে, নিম্নভূমি অঞ্চলে জলাবদ্ধতা এবং ভূমিধসের ঘটনা ঘটতে পারে। সিকিমের কিছু এলাকায় ইতোমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং আগামী কয়েক দিনে এই অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

দিল্লি ও এর আশেপাশের অঞ্চল (এনসিআর) আগামী কয়েকদিন আংশিক মেঘলা আকাশ এবং হালকা বৃষ্টি বা বজ্রপাতের শিকার হতে পারে। দিল্লিতে ৮ আগস্টের জন্য তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৮ঙ্গঞ্জ থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২-৪ ডিগ্রি বেশি হতে পারে। বাতাসের গতি থাকবে ১০-১৫ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। তবে, সন্ধ্যায় বৃষ্টি অথবা বজ্রপাত হতে পারে।

হায়দ্রাবাদে ১০ আগস্ট রবিবার সকাল পর্যন্ত শুকনো আবহাওয়া থাকবে, তবে দুপুরের পর বজ্রসহ তীব্র বৃষ্টি শুরু হতে পারে। শহরটির কিছু এলাকায় ইতোমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এবং পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। ১১ আগস্ট পর্যন্ত হায়দ্রাবাদে ভারী বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গত শনিবার শহরে ১১.৭ সেন্টিমিটার বৃষ্টির রেকর্ড হয়েছে, যার ফলে অনেক নিম্নভূমি এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতি সড়ক অবরোধ এবং যানজটের সৃষ্টি করেছে, এবং শহরের নাগরিকদের সাবধান থাকতে বলা হয়েছে।

এদিকে, বেঙ্গালুরুতেও ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে, যা শহরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি করেছে। আইএমডি জানিয়েছে যে, আগামী ৪৮ ঘন্টা ধরে এই শহরে ভারী বৃষ্টি চলতে থাকবে। ১০ আগস্ট থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত মেঘলা আকাশ এবং মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ১১ আগস্ট পর্যন্ত 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে, এবং শহরের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি, বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির কারণে অনেক সড়ক তলিয়ে গেছে এবং যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

এছাড়া, ভারতের অন্যান্য অংশে যেমন মুম্বাই, চেন্নাই এবং কলকাতা এলাকাতেও কিছুটা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

পশ্চিম ভারতে ১০ আগস্ট থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষত মহারাষ্ট্রের উপকূলীয় অঞ্চলে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, প্রশাসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বন্যা, ভূমিধস এবং জলাবদ্ধতার প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির ফলে যদি নদীর পানি বৃদ্ধি পায়, তবে আশ্রয়কেন্দ্র ও সেফটি নেটওয়ার্কের প্রস্তুতি বাড়ানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। সকলকে আবহাওয়া পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাগুলি মেনে চলার জন্য জনগণকে সতর্ক করা হয়েছে।

তজস্বী যাদবের অভিযোগ: বিহারের ডেপুটি সিএমের দুটি ইপিআইসি নম্বর, নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে নতুন বিতর্ক

পাটনা, ১০ আগস্ট : বিহারের রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে তেজস্বী যাদবের একটি তাজা অভিযোগ। রাষ্ট্রীয় জনতা দল নেতা তেজস্বী যাদব দাবি করেছেন যে বিহারের ডেপুটি চিফ মিনিস্টার (ডেপুটি সিএম) বিজয় কুমার সিনহার দুটি ক্কঞ্জজ্ঞ নম্বর রয়েছে। এই দুটি নম্বর দুটি ভিন্ন আসনেরব্যাঙ্কিপুর ও লাখিসাবাইতথ্যভিত্তিক অভিযোগের মাধ্যমে তেজস্বী যাদব এই দাবি তুলেছেন। তবে, সিনহা এই অভিযোগের পরে একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেন যে তিনি একটি আসন থেকে তার নাম মুছে ফেলার আবেদন করেছিলেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেই আবেদনটি গ্রহণ করা হয়নি।

তেজস্বী যাদবের অভিযোগের জেরে বিহারে নির্বাচনী কমিশন ও ডেপুটি সিএমের ভূমিকা নিয়ে নতুন প্রশ্ন উঠেছে। এটি ঘটেছে যখন রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিরোধী দলগুলো বিশেষ নির্বাচনী সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করছে।

তেজস্বী যাদব, এক প্রেস কনফারেন্সে, অভিযোগ করেন যে বিহারের ডেপুটি সিএম বিজয় সিনহার দুটি আলাদা ইপিআইসি নম্বর দুটি ভিন্ন নির্বাচনী আসনে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে, যেখানে একটি নম্বরে সিনহার বয়স ৫৭ বছর এবং অন্যটিতে ৬০ বছর দেখানো হয়েছে। তেজস্বী যাদব আরও দাবি করেন যে, এই তথ্য নতুন ভোটার তালিকাতেও রয়েছে এবং সেগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জেলা সভাপতিদের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।

'এখন প্রশ্ন হলো, কে এই প্রতারণা করছে? নির্বাচন কমিশনের পুরো প্রক্রিয়া কি প্রতারণাপূর্ণ, নাকি বিহারের ডেপুটি সিএমই প্রতারণা করছেন?' তেজস্বী যাদব সাংবাদিকদের সামনে এই প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলছেন, 'এটি পরিষ্কার যে, সিনহা দুটি আসনে দুটি আলাদা ভোট দিয়েছেন, আর এর জন্য দুটি গণনা ফর্মও পূর্ণ করেছেন।'

তেজস্বী যাদব তার অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে টুইটারে দুটি ইপিআইসি নম্বর, সেগুলির সিরিয়াল নম্বর এবং সেগুলির সংশ্লিষ্ট সেকশন নম্বর শেয়ার করেন। তাঁর মতে, সিনহার দুটি ভোট থাকা উচিত নয়, কারণ তিনি শুধুমাত্র এক আসনেই ভোট দেওয়ার অধিকারী।

তেজস্বী যাদবের এই অভিযোগের পর, বিহারের ডেপুটি সিএম বিজয় কুমার সিনহা তার প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, তার নাম একাধিক আসনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, তিনি কেবল একটিতেই ভোট দিয়েছেন। সিনহা জানান, 'আমার পরিবারের নাম আগে পাটনায় তালিকাভুক্ত ছিল, তবে আমি এপ্রিল ২০২৪-এ লাখিসারাই আসনে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেছি। তবে, নির্বাচন কমিশন সেই আবেদন গ্রহণ করেনি এবং আমি তাদের কাছে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছি।'

তিনি আরও দাবি করেন, "গত নির্বাচনে আমি লাখিসারাই আসন থেকেই ভোট দিয়েছি এবং আগামী নির্বাচনেও সেখানে ভোট দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।"

বিজয় সিনহা তেজস্বী যাদবের অভিযোগের জবাবে বলেছেন, 'যে ভাষা ব্যবহার করে তিনি অন্যদের অপদস্থ করতে চান, তা একজন সাংবিধানিক পদে থাকা মানুষের কাছে অশোভনীয়। তেজস্বী যাদবকে জনগণের সামনে ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং মিথ্যা অভিযোগ থেকে বিরত থাকতে হবে।'

তেজস্বী যাদবের এই অভিযোগের পর, বিরোধী দলগুলোর মধ্যে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে নতুন প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ নির্বাচনী সংশোধন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, রাজ্যের নতুন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে, যা অনেকের মতে ঘিরে রয়েছে অসঙ্গতি। বিরোধী নেতারা অভিযোগ করছেন যে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে কাজ করছে এবং ভোটের প্রকিয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

তবে, নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে সমস্ত দাবি ভুল এবং তাদের ডাটাবেসে কোনো ধরনের অসঙ্গতি নেই। তেজস্বী যাদবের দাবিকে একেবারেই ভিত্তিহীন বলে দাবি করে কমিশন একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেছে, যেখানে যাদবের নাম সঠিকভাবে রয়েছে।

এছাড়া, তেজস্বী যাদবের এই অভিযোগের সাথে সাথে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, 'নির্বাচন কমিশন বিজেপির সাথে হাত মিলিয়ে নির্বাচনী ব্যবস্থার সঙ্গে ছলনা করছে'। কংগ্রেস নেতা জানিয়ে দেন, কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ১,০০,২৫০ ভোট চুরি হয়েছে এবং এই ধরনের প্রতারণা দেশব্যাপী চলতে পারে।

তেজস্বী যাদবের অভিযোগের পর এই বিষয়গুলি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিরোধী দলগুলো নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যুক্ত রাজ্য সরকারকেও আক্রমণ করতে শুরু করেছে, এবং বিহারের আসন্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে বিহারের রাজনীতিতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন, বিরোধী দল এবং শাসক দলের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। তেজস্বী যাদবের অভিযোগ এবং বিজয় সিনহার প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভোটার তালিকা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশনও প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করছে যে তাদের কাজ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠু।

এখনই বলতে পারা যাচ্ছে না যে, এই অভিযোগগুলি কতটা সঠিক এবং এর প্রভাব কতটা বড় হবে, তবে আসন্ন নির্বাচনে এর প্রভাব স্পষ্টভাবেই পড়বে, এবং এই পরিস্থিতি রাজনীতির নতুন দ্বন্দ্বের জন্ম দিতে পারে।

টেন্ডার হলেও রাস্তার

● প্রথম পাতার পর

পর এক ঠিকাদার টেন্ডার পেলেও, এখনো কাজ শুরু হচ্ছে না। ফলে গোটা রাস্তাটি নদী গর্ভে তলিয়ে যাওয়ায় আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। একবার ফের অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন সাধারণ জনগণ। নাহলে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

হর ঘর তিরঙ্গা : ১২ আগস্ট আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা কনসার্ট ও রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা মেলা। মেলা ১৩ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

কাঁঠাল বীজে ৩৬ বার

● প্রথম পাতার পর

পরপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রেকর্ড তৈরি করে তর্নিশা দাস দেখিয়ে দিলেন ইচ্ছাশক্তি থাকলে সবকিছু সম্ভব হয়।

নিজের এই অর্জন সম্পর্কে তর্ণেশা বলেন তার এই পুরস্কার পাওয়ার পেছনে রয়েছে তার পরিবারের অনুপ্রেরণা ও সালেমার আর্ট টিচার রাজিব রুদ্র পালের প্রচেষ্টা। পাশাপাশি তাকে যোগাযোগের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন তার বন্ধুবান্ধব।

সর্বোপরি তর্ণেশা বলেন আজকের দিনে মোবাইল বা ইন্টারনেট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার ভালো এবং খারাপ দিক রয়েছে। যদি তার মত যুবক যুবতী তথা যুবসমাজ বা ছাত্র-ছাত্রীরা মোবাইলকে শুধু ফেসবুক, ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামে মনোনিবেশ না করে শিক্ষামূলক দিকে জানার চেষ্টা করে তবে এই মোবাইলই হতে পারে বর্তমান সমাজে একটি আদর্শ বস্তু। যা আমাদের প্রাপ্য। চেষ্টা, ইচ্ছা আর দৃঢ় প্রত্যয় থাকলে যে কোন উচ্চতায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। এই বিষয়টিকে আরো একবার প্রমাণ করে দেখলো যুবতি।

সাতচাঁদ দ্বাদশে প্রধান শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গিয়ে দেখেনচারজন শিক্ষক আগাম ছুটি মঞ্জুর না করেই অনুপস্থিত। অন্যদিকে, স্কুলে উপস্থিত থাকা শিক্ষকরাও ক্লাসে ছিলেন না, বরং গল্পগুজব ও মোবাইল ব্যবহারে ব্যস্ত ছিলেন।

শিক্ষাঙ্গনে প্রাইম টাইমে এমন শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা দেখে কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট চারজন শিক্ষকের কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন। তাদের দু'দিনের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাঝ রাস্তায় আটকেজেসিবি

● প্রথম পাতার পর

মূল সড়কে।

এই জ্যামে এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি, জলের গাড়ি, অটো গাড়িতে রোগী সবই আটকে পরে মেলাঘর ইন্দিরানগর মূল সড়কে। উদয়পুর মাতারবাড়ি থেকে সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানের রাস্তা তৈরি করার জন্য এক বহি:রাজ্যের ঠিকেধারী সংস্থার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে মেলাঘর ইন্দিরা নগর থেকে বটতলী পর্যন্ত কাজ চলছে, প্রতিনিয়ত বড় বড় মেশিন, উন্নত মানের জেসিবি লাগিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আজকে মেলাঘর ইন্দিরানগর এসবি স্কুল সংলগ্ন এলাকা সে রাস্তার কাজ জেসিবি দিয়ে চলছে। জেসিবিতে কাজ করার সময়, হঠাৎ জেসিবিতে তেল শেষ হয়ে যায়, জেসিবির মাথা রাস্তার মধ্যে গিয়ে আটকে যায়, যার ফলে দুই দিক দিয়ে কোন গাড়ি যেতে পারছিল না, এক ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বহিরাজে ঠিকাদারি সংস্থা, রাস্তাতে আটকে থাকার সে জেসিবির তেল সংগ্রহ করতে পারেনি। যার ফলে রাস্তার দুইদিকে প্রায় তিন কিলোমিটার পর্যন্ত বিভিন্ন যানবাহন আটকে থাকে।

এক ঘন্টা পর মেলাঘর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে, জিসিবিতে তেলের ব্যবস্থা করে রাস্তা পরিষ্কার করে। এই অব্যবস্থাপনার ফলে এক ঘন্টা ধরে রাস্তায় আটকে পড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গাড়িগুলি। হয়রানি শিকার হন সাধারন জনগণ।

বন্যার কবলে

● প্রথম পাতার পর

২০২৪ সালের বন্যার ফলে অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল নারকেল কুঞ্জের ওয়াটার রিসোর্টগুলি। এবারেও যদি গতবারের ন্যায় বৃষ্টি হয় তবে নিচের এলাকায় বন্যা তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

মোদী সরকার কমিশনকে

● প্রথম পাতার পর

উপর একেবারেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।

তিনি আরো বলেন, এর আরও নগ্ন নজির প্রকাশিত হচ্ছে এই সময়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন কার্যকরী করার নামে দেশের প্রান্তিক অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দুর্বল অংশের মানুষদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিয়ে দেওয়ার যে উদ্যোগ তার মধ্যে। প্রবীর চক্রবর্তী এসব বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, দেশের বর্তমান নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের ইশারাতেই তাদের কার্যপ্রণালী সজ্জিত করে। দেশের গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখতে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার স্বার্থে আমাদের রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যাতে কোন বৈধ নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাদ দিতে না পারে বা তালিকায় কোন অবৈধ নাম অন্তর্ভুক্ত করতে না পারে তার জন্য এখন থেকেই ধারাবাহিকভাবে একেবারে বুথ স্তর থেকে চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট প্রকাশিত করার ক্ষেত্রসহ সর্বত্র কঠোর নজরদারি জারি রাখার সাংগঠনিক উদ্যোগের সাথে সাথে দেশের বিজেপির ও নির্বাচন কমিশনের যে ভোট চুরির বিরুদ্ধে রাজ্যের জনগণ কে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন রাখেন প্রবীর চক্রবর্তী।

ড্রাগস নির্মূলকরণে

● প্রথম পাতার পর

এগিয়ে এলে রক্তের কোন ঘাটতি হবে না চিকিৎসার ক্ষেত্রে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ড্রাগস সেবন ও ড্রাগ বিক্রেতাদের নির্মূল করতে সরকার সব ধরণের প্রচেষ্টা করছে। সরকারের পাশাপাশি এই কাজে ক্লাব বা বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলি উদ্যোগী হলে নেশাবিরোধী কাজ সম্পূর্ণতা পাবে। সরকার ক্লাবগুলির ভাল কাজের সাথে সব সময় পাশে থাকবে ও সহযোগিতা করবে। তিনি বলেন, ড্রাগসের নেশা সেবনের সাথে এইচআইভি ছড়ানোর একটা সম্পর্ক রয়েছে। সেক্ষেত্রে পারিবারিক, সামাজিক সর্বক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে হবে সংঘবদ্ধ ভাবে। ক্লাব বা সংস্থাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার নেশার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইচ্ছায় হর ঘর তিরঙ্গা, ৭৫ সীমান্ত বীরকা নাম সহ নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সমাজকে সুস্থ সুন্দর ও উন্নয়নের সঠিক দিশায় পৌঁছাতে সরকারের পাশাপাশি ক্লাব, সংস্থা সহ প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এই ধরণের কর্মসূচি এলাকায় এলাকায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে সহায়তা করে। বর্তমানে ক্লাব বা সংস্থাগুলি নানা সামাজিক ভাল কাজে এগিয়ে আসছে। এটা সমাজের জন্য শুভলক্ষণ। ক্লাবগুলির এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ক্লাব বা সামাজিক সংস্থাগুলির পাশে সরকার নানা সহায়তার মধ্য দিয়ে সব সময়ই পাশে আছে এবং থাকবে। ক্লাব বা সামাজিক সংস্থাগুলি এখন ভাল ভাল সামাজিক উদ্যোগ নিচ্ছে যা সমাজের জন্য একটা ভাল লক্ষণ। সমাজকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে সর্বদাই নেশার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাড়াতে হবে এবং সেটা সরকার জনগণ সবাই মিলে করতে হবে। অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, আগরতলা পুরনিগমের ইস্ট জোনের চেয়ারম্যান সুখময় সাহা। স্বাগত ভাষণ রাখেন শিবনগর মর্ডাণ ক্লাব ও আমরা তরুণ দলের সহ সভাপতি প্রদীপ ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ক্লাব সহসভাপতি শৈবাল রায়। উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সম্পাদক শ্যামা দে। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা রক্তদান শিবিরে রক্ত দাতাদের শারীরিক খোঁজখবর নেন ও প্রশংসা করেন। শিবিরে মোট ২০ জন রক্ত দান করেন। শিবনগর মর্ডাণ ক্লাব ও আমরা তরুণ দলের পক্ষ থেকে ৭৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদানের পাশাপাশি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, সাঁতার প্রতিযোগিতা, দাবা প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সংগীত প্রতিযোগিতা করা হয়।

রবিবার অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানি ২৪,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে : রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট : ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রজনাথ সিং রবিবার এক অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতীয় প্রতিরক্ষা খাতের রপ্তানি ২৪,০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে, যা দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা ও উদীয়মান শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁর এই মন্তব্য দেশের প্রতিরক্ষা খাতের সাফল্য ও স্বনির্ভরতার দিকে ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ভারতের উৎপাদিত অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম এখন শুধু দেশের প্রয়োজন মেটাচ্ছে না, বরং বিশ্বব্যাপী রপ্তানি হচ্ছে।

রজনাথ সিংয়ের বক্তব্য ভারতের প্রতিরক্ষা খাতের গতিশীলতা ও উন্নতির একটি বড় স্বীকৃতি হিসেবে এসেছে। তিনি বলেছেন, 'এখন আমাদের দেশে তৈরি প্রতিরক্ষা সামগ্রী আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিক্রি হচ্ছে, যা দেশের স্বনির্ভরতা এবং শক্তির প্রমাণ। একসময় আমরা বিদেশি সরবরাহকারীদের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম, কিন্তু এখন ভারতীয় মাটিতে উৎপাদিত প্রতিরক্ষা সামগ্রীই দেশের প্রতিরক্ষা প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছে।'

ভারত গত কয়েক বছরে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। একসময় ভারত বিদেশি অস্ত্র, বিমান ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা সামগ্রী আমদানি করলেও এখন দেশীয় উৎপাদন থেকে সেই সব সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। এই পরিবর্তন শুধু ভারতীয় বাহিনীকে শক্তিশালী করছে না, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও ভারতের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। রজনাথ সিং বলেন, 'আগে আমাদের সব কিছুই বিদেশ থেকে কিনতে হতো, কিন্তু আজকাল আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং উদ্ভাবন দ্বারা এই সামগ্রী তৈরি হচ্ছে, যা শুধু ভারতের জন্য নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও রপ্তানি হচ্ছে।'

রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত প্রতিরক্ষা খাতে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে, যেখানে স্বনির্ভরতার পথে দেশটি সমান্তরালভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্যিক কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রজনাথ সিং তাঁর বক্তব্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি একটি পরোক্ষ মন্তব্য করেন, যা অনেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্য নীতির প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, 'কিছু মানুষ মনে করেন, "সবকিছুর বস তো আমরা" (আমরাই সবাইকে নেতৃত্ব দিচ্ছি)। তারা ভারতের দ্রুত উন্নতি দেখতে পারে না এবং সেই কারণে বিশ্ব বাজারে ভারতীয় পণ্যের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে প্রতিযোগিতায় ভারতের পণ্য পিছিয়ে পড়বে।'

এটি স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের উত্তেজনা নিয়ে একটি মন্তব্য হিসেবে ধরা হচ্ছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের এই শুল্ক আরোপকে 'অন্যায়, অযৌক্তিক ও অবিচারপূর্ণ' বলে অভিহিত করেছে এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

রজনাথ সিং তাঁর বক্তব্যে একদিকে যেমন ভারতীয় প্রতিরক্ষা খাতের উন্নতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনই তিনি ভারতের অবিচলিত গতিতে এগিয়ে চলার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ভারতের অগ্রগতি এখন আর কোনো শক্তি থামাতে পারবে না। আমরা দ্রুত বিশ্ব শক্তি হয়ে উঠছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আগে আমাদের সব কিছু ছিল বিদেশি, কিন্তু এখন ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্র, বিমান, ট্যাংক ও অন্যান্য সামগ্রী আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ভারতের তৈরি পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে, যা ভারতকে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা শক্তিতে পরিণত করেছে।'

ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের এই উত্তেজনা ছাড়াও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও বড় চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। বিশেষ করে, যেখানে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতের উদীয়মান শক্তি বিভিন্ন দেশ ও জোটের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন মাত্রা যোগ করছে। রপ্তানি বৃদ্ধি এবং দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশের কারণে ভারত নিজেকে

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিল্লিতে ভারী বৃষ্টির কারণে ১৩০টিরও বেশি ফ্লাইট দেরী, যানবাহন চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন

দিল্লি, ৯ আগস্ট : রাজধানী দিল্লিতে গতকাল সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিপাত শহরের জনজীবন একেবারে স্থবির করে দিয়েছে। বৃষ্টির ফলে রাজধানীর বহু এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে যানবাহন চলাচল ও বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটেছে। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শনিবার সকালে অন্তত ১৩৫টি ফ্লাইট দেরী হয়েছে। ফ্লাইটরাডার ডেটা অনুযায়ী, সকাল ৮:৩০ নাগাদ ১৫টি ইনবাউন্ড এবং ১২০টি আউটবাউন্ড ফ্লাইটের সময়সূচী পিছিয়ে গেছে। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে দিল্লি এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে পানির স্তর বাড়ে, ফলে শহরের প্রধান সড়কগুলোতে ব্যাপক জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। পানচকুয়ান মার্গ, মথুরা রোড, কনৌট প্লেস, মিন্টো রোড সহ শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পানি জমে যাওয়ার কারণে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে, অফিস টাইমে সড়কগুলোর পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে, এবং পথচারীরা বিপদে পড়েন।

দিল্লির সড়কগুলোর পরিস্থিতি সম্পর্কে একাধিক সড়ক ব্যবহারকারী জানান, তারা সারা সকাল সময় নিয়েও গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি, এমনকি কিছু জায়গায় যানজটের কারণে এক ঘণ্টার পথ একাধিক ঘণ্টা লেগেছে।

দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "বর্তমানে দিল্লি বিমানবন্দরে সকল ফ্লাইট অপারেশন স্বাভাবিক রয়েছে। তবে, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কিছু ফ্লাইটের সময়সূচী প্রভাবিত হয়েছে। আমরা যাত্রীদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে একযোগে কাজ করছি।" বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আরও জানান, ফ্লাইটের দেরি হওয়া সত্ত্বেও তাদের সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে যাতে যাত্রীরা কোনও অসুবিধায় না পড়েন।

এছাড়া, বিমান চলাচলের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলেছে, কিছু ফ্লাইট দেরী হতে পারে, তবে বিমানবন্দরের ভেতরে ও বাইরের সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠু রয়েছে। বিমানবন্দরের কর্মীরা সকলেই দারুণভাবে সহযোগিতা করছেন যাতে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করা যায়।

ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বিমানবন্দর এবং রাজধানীর সড়কগুলোতে যানজট তৈরি হওয়ায় দুই প্রধান বিমান সংস্থা, ইন্ডিগো ও স্পাইসজেট যাত্রীদের সতর্কতা জারি করেছে। ইন্ডিগো তার যাত্রীদের বলেছে, "দিল্লির বেশ কিছু সড়ক বন্ধ রয়েছে এবং বেশ কিছু সড়ক স্লো মোশনে চলছে। সুতরাং, যাত্রীদের অতিরিক্ত সময় নিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর এবং যদি সম্ভব হয়, বিকল্প পথে যাত্রা করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।"

স্পাইসজেটও তাদের যাত্রীদের সতর্ক করেছে, "দিল্লিতে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সমস্ত ফ্লাইটের সময়সূচী প্রভাবিত হতে পারে। যাত্রীরা তাদের ফ্লাইটের স্ট্যাটাস ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত চেক করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।"

ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে রাজধানীর তাপমাত্রা কিছুটা কমে গেছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আজ (১০ আগস্ট) দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩সেঃ এবং ন্যূনতম তাপমাত্রা ২৫সেঃ থাকার পূর্বাভাস রয়েছে। একই সঙ্গে, ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে বজ্রপাতও হতে পারে, এবং রাজধানীজুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আইএমডি জানিয়েছে, দিল্লি, গাজিয়াবাদ এবং আশেপাশের অঞ্চলের জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। এছাড়া, কলকাতা, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, এবং রাজস্থানের কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।

এছাড়া, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের জন্য হলুদ ও কমলা অ্যালার্টও জারি করা হয়েছে, যেখানে বজ্রপাত এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে গাজিয়াবাদ এবং গৌতমবুদ্ধ নগরের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে হিমাচল প্রদেশে আগামী কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। আগামী ১১ ও ১২ আগস্ট হিমাচল প্রদেশের তিনটি জেলার জন্য অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ওই অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধসের শঙ্কা তৈরি হতে পারে, যার ফলে যাত্রীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

দিল্লির বিমান সংস্থাগুলি তাদের যাত্রীদের বারবার সতর্ক করেছে যে তারা তাদের ফ্লাইটের স্ট্যাটাস সাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত চেক করবেন এবং অতিরিক্ত সময় নিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন। তাদের পাশাপাশি, যাত্রীদের বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা এড়িয়ে যেতে ও যাত্রা নিরাপদভাবে করতে আরও কিছু অতিরিক্ত পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

এদিকে, দিল্লির বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, বিশেষত পথচারীদের জন্য যারা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারেন বৃষ্টির ফলে তৈরি হওয়া বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে।

এডিনগর এলাকা থেকে আটক এক বাংলাদেশী যুবক

আগরতলা, ১০ আগস্ট: গোপন খবর ভিত্তিতে এক অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী যুবককে আটক করল এডিনগর থানার পুলিশ। তার নাম সোহাগ রানা (২১)। বাংলাদেশের ইসলামপুর জামালপুর এলাকায় তার বাড়ি বলে জানিয়েছে সে।

ঘটনার বিবরণে এডিনগর থানার ওসি সুশান্ত দেব জানিয়েছেন, পুলিশের কাছে একটি তথ্য ছিল এডিনগর এলাকায় এক বাংলাদেশী যুবক ঘোরাফেরা করছে। এই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এডি নগর এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করেছে। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে সে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। তার বিরুদ্ধে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে। কিভাবে সে এদেশে প্রবেশ করেছে এবং এর সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে সে সম্পর্কেও আরও তথ্য বের করে আনা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

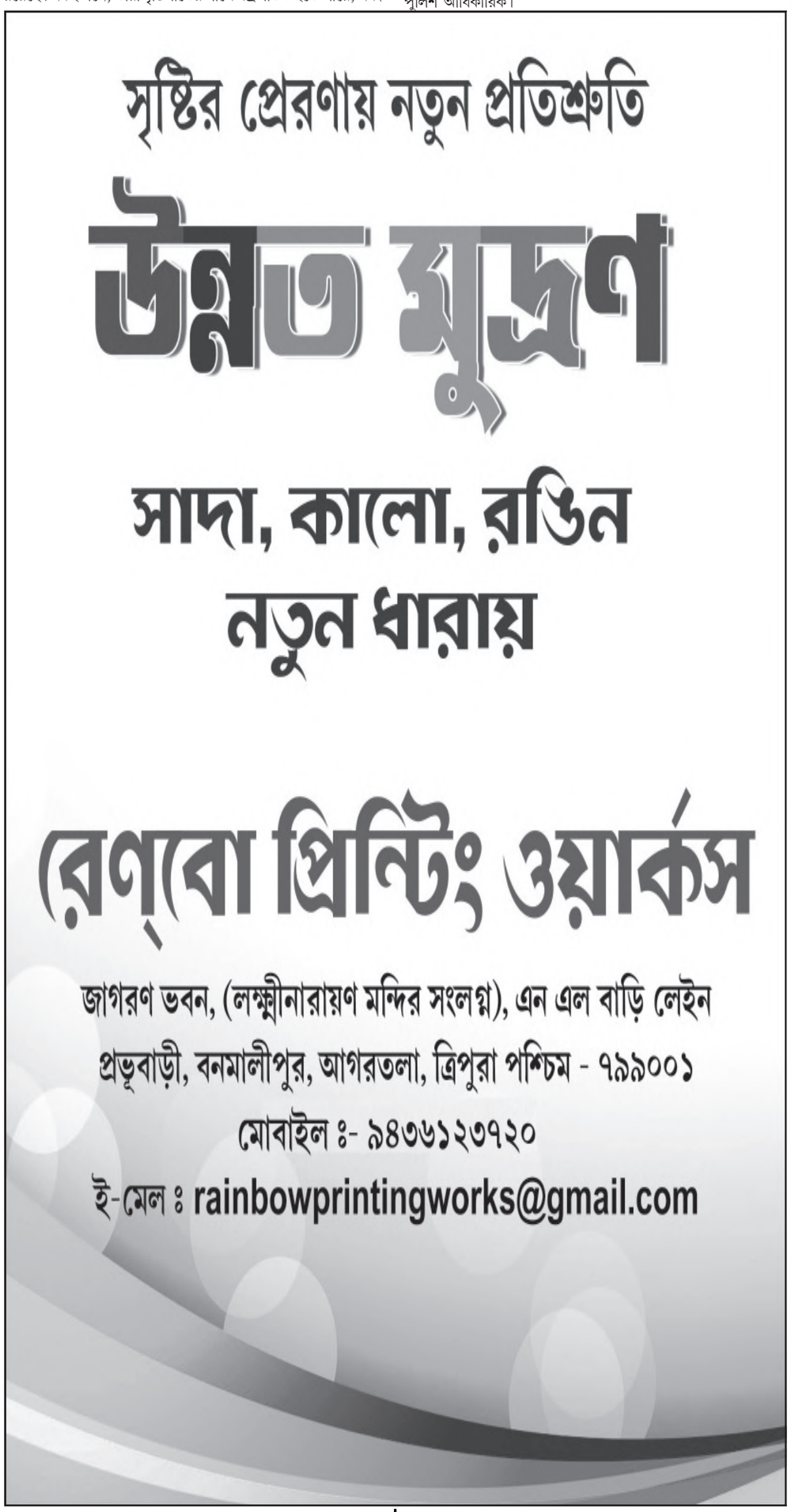

রাজধানীতে সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবির, উপস্থিত ছিলেন মেয়র

আগরতলা, ১০ আগস্ট : আগরতলা ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী এলাকায় সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার এক মহতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলার মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এদিন তিনি রক্তদাতাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি মানবসেবায় রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র ইন কাউন্সিল সদস্য তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, কর্পোরেটর শিখা ব্যানার্জি, সমাজসেবক অমিতাভ ভট্টাচার্য, ক্লাবের সভাপতি রাজীব ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অতিথিরা রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাবের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি এদিন ক্লাবের আসন্ন দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয় ক্লাবের লোগো উন্মোচনের মাধ্যমে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অম্পিতে কংগ্রেসে যোগ তিপ্রামথা-সহ তিন দল ছেড়ে ৫০ আদিবাসী ভোটারের

আগরতলা, ১০ আগস্ট : দীর্ঘদিন পর সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অম্পিতে উপস্থিত হলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। আজ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে অম্পির ডালাক কমিউনিটি হলে কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংগঠনিক ও যোগদান সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা কংগ্রেস সভাপতি টিটন পাল, ত্রিপুরা প্রদেশ ফিশারম্যান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হারাধন দাসসহ আদিবাসী কংগ্রেসের রাজ্য, জেলা ও মহকুমা নেতৃত্ব এবং বহু কর্মী-সমর্থক।

উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানিয়েছেন, তিপ্রামথা, সিপিএম ও বিজেপি ত্যাগ করে অমরপুরের ডালাক এলাকা থেকে মোট ১৪ পরিবারের ৫০ জন আদিবাসী ভোটার এদিন কংগ্রেসে যোগ দেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন নেতৃত্বরা।

দুর্গা চৌমুহনীতে স্বদেশী জাগরণের বার্তা, পথসভা ও লিফলেট বিতরণ

আগরতলা, ১০ আগস্ট : দুর্গা চৌমুহনী বাজার চত্বরে আজ বিদেশি পণ্য ত্যাগ করে স্বদেশী পণ্য গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। 'স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ' নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় সংস্থার সদস্যরা পথচারী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের হাতে লিফলেট তুলে দেন। ওই লিফলেটে দেশীয় শিল্পের প্রসার, দেশি উৎপাদকদের সহায়তা এবং বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভরতা কমানোর আহ্বান জানানো হয়।

আয়োজকদের দাবি, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার বাড়ালে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এবং স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

তেলিয়ামুড়ায় নেতাজি স্মৃতি সংঘের ৪২তম বর্ষের দুর্গোৎসব প্রস্তুতি শুরু

তেলিয়ামুরা, ১০ আগস্ট : খোয়াই জেলা তথা তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্যতম বড় দুর্গাপূজা আয়োজক হিসেবে সুপরিচিত নেতাজি নগর মোটর স্ট্যান্ডস্থিত নেতাজি স্মৃতি সংঘ এ বছর পদার্পণ করেছে ৪২তম বর্ষে। আসন্ন দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রবিবার ক্লাব সদস্য ও এলাকার বহু সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে খুঁটি পূজা।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবছর পূজার থিম "মাটির ঘরে মা"। প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছে ২১ লক্ষ টাকা। প্যান্ডেল নির্মাণ থেকে আলোকসজ্জার কাজ করবেন নবদ্বীপের শিল্পীরা, আর প্রতিমা গড়বেন স্থানীয় শিল্পী।

এছাড়াও, অন্যান্য বছরের মতো এবারও রক্তদান শিবিরসহ নানান সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গেছে। কর্তৃপক্ষ আশা করছে, তেলিয়ামুড়ার এই বনেদি পূজা দেখতে এবছরও বিভিন্ন এলাকা থেকে দর্শনার্থীদের ভিড় জমবে।

পারিবারিক অনুষ্ঠানে অজিত পাওয়ারের সঙ্গে এক ফ্রেমে থাকলেও জল্পনা উড়িয়ে দিলেন এনসিপি প্রধান

মুম্বই, ৯ আগস্ট :ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (শারদচন্দ্র পাওয়ার গোষ্ঠী) বা এনসিপি (এসপি)-এর প্রধান শারদ পাওয়ার ফের একবার কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে তিনি কোনও অবস্থাতেই বিজেপির সঙ্গে জোট করা কাউকে সমর্থন করবেন না। সাম্প্রতিক সময়ে নিজের ভাগ্নে ও মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-এর সঙ্গে একাধিক বার একসঙ্গে দেখা যাওয়ার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহলে যে পুনর্মিলনের জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তা তিনি একেবারেই নস্যাৎ করেছেন।

শারদ পাওয়ারের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন মাত্র কিছুদিন আগেই, ৩ আগস্ট মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর প্রপৌত্র যুগেন্দ্র পাওয়ারের বাগদান অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অজিত পাওয়ার-সহ দুই গোষ্ঠীর একাধিক সদস্য। রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছিল পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা কি রাজনৈতিক মঞ্চে পুনর্মিলনের ইঙ্গিত দিচ্ছে? কিন্তু মঙ্গলবার, সংবাদমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্যে শারদ পাওয়ার স্পষ্ট করে বলেন,"আমি এমন কোনও রাজনৈতিক সমঝোতায় যাব না যেখানে বিজেপির সঙ্গে জোটবদ্ধ কারও সঙ্গে আমাদের সমর্থন থাকতে পারে। যাঁরা ক্ষমতার জন্য আদর্শ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে এনসিপি (এসপি)-র আদর্শিক কোনও মিল নেই।"

শারদ পাওয়ার ও অজিত পাওয়ারের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নতুন নয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে, মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে এক বড় ধাক্কা আসে, যখন অজিত পাওয়ার একাধিক বিধায়ক নিয়ে এনসিপি ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে বিজেপি-শিবসেনা (শিন্ডে গোষ্ঠী)-র সঙ্গে জোট বেঁধে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ওই সময় এনসিপির একাংশ শারদ পাওয়ারের সঙ্গেই থেকে যান এবং পরে নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি অনুযায়ী দলটি এনসিপি নামে পরিচিত হয়।

অন্যদিকে, অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন অংশ নিজেকে 'মূল এনসিপি' বলে দাবি করে এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি জোটের অংশ হিসেবে সরকারে ভূমিকা পালন করছে।

৩ আগস্টের পারিবারিক অনুষ্ঠানে শারদ ও অজিত পাওয়ারকে পাশাপাশি হাসিমুখে ছবি তুলতে দেখা গেছে। সঙ্গে ছিলেন তাঁদের পরিবারের একাধিক সদস্য। কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভারতের রাজনৈতিক পরিবারে পারিবারিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক অবস্থান অনেক সময় ভিন্ন হয়।

াঙ্গন

উত্তমের হ্যাটট্রিক : ৬-১ গোলে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে সুপার ফোরের লক্ষ্যে এগিয়ে চল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। পুরোপুরি অপরাজয়ের ধারা অটুট রেখে এগিয়ে চলো সংঘ এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। পাশাপাশি সুপার ফোরে খেলার পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। টানা চতুর্থ জয় এগিয়ে চলো সংঘের। পঞ্চম ম্যাচের মাথায়। ৬-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে আজ, রবিবার দুর্বল প্রতিপক্ষ ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে পরাজিত করে অনেকটা মনোবল বাড়িয়ে নিয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে কল্যাণ সমিতির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে পয়েন্টের ভাগাভাগি করে নেওয়ার পর এগিয়ে চলো কে আর পেছনে তাকাতে হয় নি। পর পর তিন ম্যাচে যথাক্রমে ব্লাড মাউথ ক্লাব কে ২-১ গোলে, জুয়েলস এসোসিয়েশন কে ৩-১ গোলে এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারানোর পর আজ, রবিবার এগিয়ে চলোর পক্ষে টানা চতুর্থ জয় ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। ছয়-এক গোলের বড় ব্যবধানে জয়।

প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল চার শূন্য গোলে এগিয়ে ছিল। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল চারটায় দিনের প্রথম খেলায় এগিয়ে চলো সংঘ অনেকটা একতরফা খেলে প্রথমত জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি পয়েন্ট তালিকায় গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকার উদ্দেশ্যও সার্থক করে নেয়। গোলের শুরু খেলার দশ মিনিটের মাথায়।

সত্যমের ফ্রি কিক থেকে জোরালো শট ইউনিয়নের গোল রক্ষকের হাত থেকে বল ছুটে গেলে সুযোগ বুঝে উত্তম রাই বলটি জালে ঠেলে এক-শূন্যতে দলকে এগিয়ে দেয়। ৩৭ মিনিটের মাথায় দেবাশীষ রাই এর গোল দলকে ২-০তে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে তিন মিনিটের ব্যবধানে মূলতঃ প্রথমার্ধের খেলার শেষ পর্যায়ে ৪১ ও ৪৪ মিনিটের মাথায় উত্তম রাই পর পর দুটো গোল করলে একদিকে যেমন তার হ্যাটট্রিক হয়, অপরদিকে গোল ব্যবধান বেড়ে ৪-০ হয়। প্রথমার্ধে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের খেলোয়াড়রা তেমন অবরোধ গড়তে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও এগিয়ে চলোর আক্রমণাত্মক খেলায় সুযোগ-সন্ধানী স্ট্রাইকার দেবাশীষ রাই খেলার ৬৭ মিনিটের মাথায় আরও একটি গোল করে ব্যবধান ৫-০ করে নেয়। শেষ দিকে খেলার ৮৫ মিনিটের মাথায় বেঞ্জামিন এর সুইং করা কর্নার কিক ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের গোলরক্ষক চেষ্টা করেও হাত থেকে ছুটে তা জালে জড়ায়। গোল ব্যবধান বেড়ে ৬-০ হয়। তবে পরবর্তী মিনিটে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের আক্রমণ ভাগের অনন্ত লাল জমাতিয়া দ্রুততার সঙ্গে একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে ১-৬ করে নেয়। তবে খেলা শুরুতে ৭ মিনিটের মাথায় এবং ৪০ মিনিটের মাথায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের স্ট্রাইকাররা সহজ দুটো গোল মিস করে। শেষ পর্যন্ত উত্তম রাই-এর হ্যাটট্রিকসহ এগিয়ে চলো সংঘ ৬-১ গোলের বড় ব্যবধানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে পরাজিত করে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নেয়। এদিকে ইচ্ছাকৃত হ্যান্ডবল করার মত খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি অসীম বৈদ্য এগিয়ে চলো সংঘের ভক্ত সাধন জমাতিয়া কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক এর সুবাদে উত্তম রাই পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। খেলা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, ম্যাচের সেরা হিসেবে উত্তম রাই-এর হাতে প্রাইজমানি ও পুরস্কার তুলে দেন। দিনের খেলা: সন্ধ্যা ছয়টায় নাইন বুলেটস বনাম কল্যাণ সমিতি, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম।

২০৩০৫: অনূর্ধ-১৭ এস এম কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবলে এবারও প্রতিনিধিত্ব করবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এ নিয়ে টানা দশ বার। রাজ্য সেরা হল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। অনূর্ধ ১৭ বালিকাদের পর এবার অনূর্ধ ১৭ বালকদের আসরেও রাজ্য সেরার সম্মান পেলো ত্রিপুরার স্পোর্টস স্কুল। সুধন্য দেববর্মা স্কুল মাঠে রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় অনূর্ধ ১৭ রাজ্য সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচটি। তাতে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মুখোমুখি হয় দক্ষিণ জেলার এভেঞ্জার স্কুল। ম্যাচে দুদলের মধ্যে মূলত পার্থক্য গড়ে দেয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বংলাল রিল হালাম। ম্যাচের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকে রাজেশ রায় চৌধুরীর ছেলেরা। দলের আক্রমণের নেতৃত্ব দেয় বংলাল রিল হালাম। ম্যাচ শুরুর ৬ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল পেয়ে যায় স্পোর্টস স্কুল। দলের হয়ে প্রথম গোলটি করে প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা। এর পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি স্পোর্টস স্কুলকে। বং লাল দের ক্রমাগত আক্রমনে দিশেহারা হয়ে পড়ে দক্ষিণ জেলার সেরা স্কুলটি। ম্যাচের ১৩,১৭,৩৪ এবং ৫০ মিনিটে হ্যাটট্রিক সহ চারটি গোল করে ম্যাচের চাকা পুরো ঘুরিয়ে দেয় বংলাল। এছাড়া ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে ২৬ মিনিটে নাইসিং জমাতিয়া এবং ৩৮ মিনিটে প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা গোল করে। দক্ষিণ জেলার সেরা স্কুল এভেঞ্জার পক্ষে পহর ত্রিপুরা একমাত্র গোলটি করে ম্যাচের ৪৪ মিনিটে। খেলা পরিচালনা করেন অরিন্দম মজুমদার। রাজ্য সেরা হয়ে খুশি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কোচ থেকে শুরু করে কর্তারা। মাঠেই বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠে ফুটবলাররা। পরে কোচ রাজেশ রায় চৌধুরী টেলিফোনে বলেন, এক কথায় অনবদ্য ফুটবল খেলেছে আমার ছেলেরা। শুরু থেকেই বিপক্ষের উপর যেভাবে ঝাঁপিয়েছে তাকে বিপক্ষ দল গুলোর কিছু করার ছিল না। তবে বং লাল আরও দুটি গোল করতে পারতো। যদি আরও দুটি গোল করতো তাহলে ওর আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যেত। এদিকে এদিন সকালে প্রথম সেমিফাইনালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৮-০ গোলে ধলাই জেলার স্কুলকে পরাজিত করেছিলো। ম্যাচে বিজয়ী দলের বংলাল রিল হালাম হ্যাটট্রিক করেছিলো। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দক্ষিণ জেলার এভেঞ্জার স্কুল ৬-০ গোলে পরাজিত করেছিলো উত্তর জেলার হলিক্রশ স্কুলকে। বিজয়ী দলের গুংসা রিয়াং দুটি গোল করেছিলো।

রাজস্থান নিয়ে মুখ খুললেন সঞ্জু, অশ্বিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত দিলেন বিদায়ের, গম্ভীরের প্রশংসা স্যামসনের মুখে

রাজস্থান রয়্যালস ছাড়তে চেয়ে দলকে বার্তা দিয়েছেন, এই খবর প্রকাশ হয়েছে ইতিমধ্যেই। জল্পনার মাঝেই রাজস্থান নিয়ে মুখ খুললেন সঞ্জু স্যামসন। রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তা রাজস্থানের উদ্দেশে ‘বিদায়বার্তা’ বলেই মনে করা হচ্ছে। একই সাক্ষাৎকারে গৌতম গম্ভীরেরও প্রশংসা করেছেন সঞ্জু।

অশ্বিনের পডকাস্ট ‘কুট্টি স্টোরিজ’-এ তাঁর জীবনে রাজস্থানের অবদান নিয়ে কথা বলেছেন সঞ্জু। তাঁর কথায়, “রাজস্থানই আমার কাছে গোটা বিশ্বের সমান। কেরলের গ্রাম থেকে উঠে আসা একটা ছোট ছেলে নিজের প্রতিভা দেখাতে মরিয়া ছিল। রাহুল (দ্রাবিড়) স্যর এবং মনোজ বাদালে স্যর আমাকে সেই মঞ্চটা দিয়েছেন। গোটা বিশ্বকে দেখানোর সুযোগ দিয়েছেন যে আমি কী। তখন ওরা সব সময় আমার আস্থা রেখেছেন। রাজস্থানের সঙ্গে এই যাত্রাপথ খুবই সুন্দর। এই দলের সদস্য থাকতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।”

সঞ্জুর কথায় শেষের কয়েকটা বাক্য ঘিরে তৈরি হয়েছে জল্পনা। তা হলে কি এখন আর সঞ্জুর উপরে রাজস্থানের আস্থা নেই। দ্রাবিড়ের সঙ্গে সম্পর্কেও কি ফাটল ধরেছে? যদিও কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায়নি।

তবে ভারতের এখনকার কোচ গম্ভীরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সঞ্জু। জাতীয় দল থেকে ঘন ঘন বাদ পড়তে পড়তে এক সময় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় গম্ভীর যে আস্থা দেখিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ সঞ্জু।

ভারতের ক্রিকেটারের কথায়, “গত বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর অনেক কিছু বদলে গিয়েছিল। দলীপে খেলার সময় বিপক্ষ দলে থাকা সূর্যকুমার যাদব আমার কাছে এসে বলেছিল, ‘ভাই, তোমার জন্য দারুণ সুযোগ অপেক্ষা করে রয়েছে। সামনের সাতটা ম্যাচেই তোমাকে ওপেনার হিসাবে খেলাতে চাই’। খোদ অধিনায়কের মুখ থেকে এ কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল।”

সঞ্জুর সংযোজন, “শ্রীলঙ্কায় দুটো ম্যাচেই শূন্য রানে আউট হয়ে গিয়েছিলাম। সাজঘরে এক দিন বিমর্ষ হয়ে বসে থাকতে দেখে গৌতম ভাই এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী হয়েছে? আমি রান না পাওয়ার হতাশার কথা বলেছিলাম।”

এর পরেই পরিস্থিতি বদলে গিয়েছিল। সঞ্জু নিজেই বলেছেন, “গৌতম ভাই বলেছিল, ‘কী হয়েছে তাতে? যদি ২১ বার শূন্য রানে আউট হও, তা হলেই তোমাকে বাদ দেব’। অধিনায়ক এবং কোচের এই আস্থা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল।” ওই ঘটনার পর টি-টোয়েন্টিতে পাঁচ ম্যাচে ব্যবধানে তিনটে শতরান করেন সঞ্জু।

ফের ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারত, সম্পূর্ণ সূচি প্রকাশিত হল, কবে-কোথায় মাচ?

মুম্বই: ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ড (জ্জদ্রস্থুথ স্তুঁ ক্ষদ্রক্ষ্ম স্থুথদ্রত্ম) সফর সবে শেষ হয়েছে। টিম ইন্ডিয়া (ট্রেথদ্ব জ্জদ্রস্থুথ) পাঁচ ম্যাচের হাড্ডাহাড্ডি টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত রাখার পর দেশে ফিরেছে। শনিবার ভারতীয় খেলোয়াড়রা রাখিবন্ধনের দিনে তাঁদের বোনদের কাছ থেকে রাখিও বাঁধলেন।

তবে টিম ইন্ডিয়া ফের ইংল্যান্ড সফরে যাবে। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় দল পাঁচটি টি-২০ ম্যাচের একটি সিরিজ খেলার পাশাপাশি তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচের সিরিজও খেলবে। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড সীমিত ওভারের সিরিজের সময়সূচিও প্রকাশ করেছে।

ভারতীয় দল পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র করেছে। সিরিজের একটি টেস্ট ম্যাচ ড্র হয়েছিল, যেখানে টিম ইন্ডিয়া দুটি ম্যাচ জিতেছে এবং দুটি টেস্ট ম্যাচ ইংল্যান্ড জিতেছে। ভারতীয় দল টেস্ট সিরিজে দারুণ উদ্দীপনা দেখিয়েছে। ভারত চতুর্থ টেস্টে হারা ম্যাচ ড্র করে এবং পঞ্চম ও শেষ টেস্টে কার্যত হারা ম্যাচ জিতেছে।

এবার ইংল্যান্ড সফরে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া

ভারতীয় দল আবারও ইংল্যান্ড সফরে যাবে, তবে এই সফর এই বছর নয়, বরং আগামী বছর হবে। হ্যাঁ, ২০২৬ সালে টিম ইন্ডিয়া আবার ইংল্যান্ড যাবে এবং সেখানে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে। ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ১ জুলাই চেস্টার-লে-স্ট্রিটে খেলা হবে। এরপর দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ৪ জুলাই ম্যাঞ্চেস্টারে, তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ৭ জুলাই নটিংহামে, চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ৯ জুলাই ব্রিস্টলে এবং পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ১১ জুলাই সাউদাম্পটনে খেলা হবে। এরপর ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ ১৪ জুলাই বার্মিংহামে, দ্বিতীয় ওয়ান ডে ১৬ জুলাই কার্ডিফে এবং তৃতীয় ও শেষ ওয়ান ডে ম্যাচ ১৯ জুলাই লর্ডসে খেলা হবে।

ভারতের ইংল্যান্ড সফরের সময়সূচি

প্রথম টি-টোয়েন্টি - ১ জুলাই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাত ১১টা থেকে)

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি - ৪ জুলাই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টা থেকে)

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি - ৭ জুলাই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাত ১১টা থেকে)

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি - ৯ জুলাই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাত ১১টা থেকে)

পঞ্চম টি-টোয়েন্টি - ১১ জুলাই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাত ১১টা থেকে)

প্রথম ওয়ান ডে - ১৪ জুলাই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে)

দ্বিতীয় ওয়ান ডে - ১৬ জুলাই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে)

তৃতীয় ওয়ান ডে - ১৯ জুলাই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে)

বাহারিনে এশিয়ান ইয়ুথ গেমসের জন্য নির্বাচিত ত্রিপুরার জুডোকা তানিয়া দাস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন সাফল্য ত্রিপুরার জুডোকা তানিয়া দাসের। তৃতীয় এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে ভারতের হয়ে ভারতের জার্সি গায়ে জড়িয়ে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার দুর্দান্ত সুযোগ নিশ্চিত করেছে ত্রিপুরার সোনার মেয়ে তানিয়া। জুডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত ভারতীয় দলের নির্বাচনী ট্রায়ালে ত্রিপুরা থেকে একাধিক খেলোয়াড় অংশ নিলেও সাফল্যের খতিয়ানে তানিয়া চূড়ান্ত লড়াই পর্যন্ত দারুণ পারফরম্যান্স করে ৪৮ কেজি ক্যাটেগরিতে নির্বাচিত হয়ে ভারতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছে। আগামী দিনে দারুন একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তের প্রহর গুনছে ত্রিপুরার ক্রীড়া প্রেমী লোকেরা। বলাবাহুল্য, তানিয়া দাস উদয়পুরের বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারের অন্যতম প্রশিক্ষণার্থী। আগামী ২২ থেকে ৩০ অক্টোবর বাহারিনে এবার ৩য় এশিয়ান ইয়ুথ গেমস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই আসরে ভারতীয় দলের হয়ে তানিয়া দাস প্রতিনিধিত্ব করবে। তার কোচ ড. মিহির শীল সহ সেন্টারের কর্মকর্তা প্রত্যেকে অত্যন্ত খুশি এবং প্রত্যেকেই তার সাফল্য কামনা করছে।

ব্রাজিলের চেয়ে এগিয়ে আর্জেন্টিনা

লিওনেল মেসির পথ ধরে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) এখন ফুটবলারদের নতুন তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যাঁরা ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছেন, সেসব ফুটবলারের অনেকের কাছেই এমএলএসের ক্লাবগুলো এখন প্রথম পছন্দ। ফলে কয়েক মৌসুম ধরে মেসি ছাড়াও অনেক তারকাকে এমএলএসের ক্লাবগুলোয় যেতে দেখা যাচ্ছে। লুইস সুয়ারেজ, জর্দি আলবা, সের্হিও বুসকেতস ও রদ্রিগো দি পল মায়ামির হয়ে খেলছেন। টমাস মুলার এবং সন হিউং---মিনের মতো তারকাও যোগ দিয়েছেন এমএলএসের ক্লাবে। তবে দেশ হিসেবে এ মুহূর্তে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রতিবেশী কানাডার সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় খেলছেন এমএলএসে। ট্রান্সফারমার্কেটের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, এমএলএসে খেলা ৫১১ জন বিদেশি খেলোয়াড়ের ৪৬ জনই হচ্ছে কানাডার, যা কিনা লিগটির মোট বিদেশি খেলোয়াড়ের ৯ শতাংশ।

কানাডার পর এই তালিকায় দ্বিতীয় আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপজয়ী দেশটির ৩৪ জন খেলোয়াড় বর্তমানে এমএলএসের বিভিন্ন ক্লাবে খেলছেন। আর আর্জেন্টিনা থেকে এসে যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে খেলছেন, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবার ওপরে থাকবে মেসির নাম।

মেসির পর দ্বিতীয় শীর্ষ তারকা হিসেবে আসবে দি পলের নাম, যিনি এ মুহূর্তে এমএলএসের সবচেয়ে মূল্যবান (২ কোটি ৫০ লাখ ইউরো) ফুটবলারও বটে।

সম্প্রতি আতলেতিকো মাদ্রিদ ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন দি পল। এ দুই বিশ্বজয়ী ছাড়াও ইন্টার মায়ামিতে আর্জেন্টাইন ফুটবলার আছেন ১০ জন। সব মিলিয়ে এমএলএসে খেলা মোট বিদেশি ফুটবলারের ৬.৭ শতাংশ আর্জেন্টাইন।

এমএলএসে খেলা বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে আর্জেন্টিনার ঠিক পরেই ব্রাজিল। ৩১ খেলোয়াড় নিয়ে পাঁচবারের বিশ্বকাপজয়ী দেশটি তৃতীয়। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের এই সংখ্যা এমএলএসের মোট খেলোয়াড়ের ৬.১ শতাংশ। তবে ব্রাজিলের যেসব ফুটবলার এমএলএসে খেলছেন, তাঁদের মধ্যে মেসি---রদ্রিগোর মতো কোনো বড় নাম নেই।

বাজারমূল্য হিসাব করলে তালিকার সবার ওপরে থাকবে মিডফিল্ডার এভেনদারের নাম।

টাউন ক্লাবকে হারিয়ে প্রথম ডিভিশনে টিকে থাকার রক্ষাকবচ পেলো রামকৃষ্ণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়, একমাত্র জয়, সমস্ত কিছুই রামকৃষ্ণ ক্লাবের জন্য এই মুহূর্তে অসাধারণ কিছু। কেননা এই একটা জয়-ই হয়তো রামকৃষ্ণ ক্লাবকে এবারের মতো অন্ধের যষ্টির মত কাজ করবে সিনিয়র ডিভিশনে টিকে থাকার জন্য। কেননা তার চারটি ম্যাচে পরপর পরাজয়ের পর পঞ্চম ম্যাচের মাথায় রামকৃষ্ণ ক্লাব, টাউন ক্লাবকে ২-০ গোলে হারানোর মধ্য দিয়ে আপাতত একলাফে দুটো ক্লাব দলকে টপকে অবনমনের হাত থেকে নিজেদের এক ধাপ উপরে রাখতে পেরেছে। পঞ্চম ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ৩ পয়েন্ট প্রাপ্তির পাশাপাশি দশ দলীয় লীগ টুর্নামেন্টের পয়েন্ট তালিকায় আপাতত অষ্টম স্থানে দাঁড় করিয়েছে।

অবনমনের হাত থেকে দলকে বাঁচাতে একমাত্র জয় নিশ্চয়তা না দিতে পারলেও পরবর্তী চারটি ম্যাচে প্রয়াস থাকবে অন্ততপক্ষে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের ২১ তম ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাব ২-০ গোলে টাউন ক্লাব কে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল ২-০ গোলে নিজেদের এগিয়ে নেয়। প্রথম গোল ১৪ মিনিটের মাথায় ওলেন সিংয়ের দৌলতে। ছত্রিশ মিনিটের মাথায় হ্যামলেট সিং আরও একটি গোল করে দলকে ২-০ তে লিড এনে দেয়। পরবর্তী সময়ে দলের খেলোয়াড়রা পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণে খেলা এগিয়ে নিলেও তৃতীয় গোলের সন্ধান আর কেউ দিতে পারেনি। এদিকে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিশ্বজিৎ দাস দুই দলের দুইজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন।

দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা বিলোনিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি বিলোনিয়া। বিলোনিয়া আর্যকলোনি পিএম শ্রী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের হলঘরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা যোগাসনা স্পোর্টস এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই যোগা প্রতিযোগিতা।প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে রবিবার সকালে যোগা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা।চতুর্থ বারের মতো দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে যোগা প্রতিযোগিতা অংশ গ্রহনকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আলোচনা রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন ২০২০ সালের সতের ডিসেম্বর ভারত সরকার যোগাসনকে স্পোর্টস হিসাবে মান্যতা দেওয়ার পর থেকে যোগাসন স্পোর্টস খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে,ন্যাশনাল গেমসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ২০২৬ শে এশিয়ান গেমসে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে।যোগা নিজেকে ভালো রাখতে পারে এবং ভালো থাকার এটিই একমাত্র কৌশল, আগামীদিনে নিজেকে ভালো রাখার একমাত্র উপায় হল এই যোগ ব্যায়াম।শরীর এবং মনকে ভালো রাখাতে সকলকে প্রতিদিন যোগাভ্যাস করা দরকার। জেলার সমস্ত ছেলেমেয়েদের প্রতিদিন যোগা ব্যায়াম করা দরকার।দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা আয়োজিত যোগা প্রতিযোগিতা সফলতা কামনা করেন উপস্থিত অতিথিরা। আজকের এই যোগা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সায়ন্তন দত্তও দ্বীপায়ন চৌধুরী,সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পঙ্কজ মজুমদার, কনভেনার প্রসেনজিৎ দে সহ দক্ষিণ জেলা যোগাসনা স্পোর্টসের কর্মকর্তাগণ।এদিনের যোগাসন প্রতিযোগিতা ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি উপস্থিত অভিভাবকদের মধ্যেও বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

ধোনি, কোহলির মন্ত্রেই ইংল্যান্ডে সফল আকাশদীপ! বাংলার পেসারকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন দুই ‘দাদা’

নিজের প্রথম ইংল্যান্ড সফরেই নজর কেড়েছেন আকাশদীপ। তিন ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি চেতন শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার হিসাবে ইংল্যান্ডে এক টেস্টে ১০ উইকেট নেওয়ার নজিরও গড়েছেন তিনি। সেই আকাশদীপ জানিয়েছেন, তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ও বিরাট কোহলির পরামর্শ।

ধোনি ও কোহলি দু’জনকেই ‘দাদা’ মনে করেন আকাশদীপ। তাই তাঁরা যা বলেছেন, অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন বাংলার পেসার। এক সাক্ষাৎকারে আকাশদীপ বলেন, “বিরাট ভাই সব সময় আমাকে বলেছে, কোনও সন্দেহ থাকলে অনুশীলন বাড়িয়ে দিতে হবে। তা হলে আর নিজেকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন তৈরি হবে না। ধোনি ভাইও সব সময় অনুশীলনের কথা বলেছে। ও বলেছে, অনুশীলন বেশি করলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ক্রিকেট আত্মবিশ্বাসের খেলা। যার আত্মবিশ্বাস বেশি, তার সফল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। ওরা আমার কাছে দাদার মতো। ওদের পরামর্শ মেনে চলেছি।”

ইংল্যান্ডে সফল হওয়ার জন্য আকাশদীপও অনুশীলনের উপরেই ভরসা রেখেছেন। নেটে সময় দিয়েছেন। তিনি জানতেন, বেশি সুযোগ পাবেন না। তাই নিজেকে আরও ভাল ভাবে তৈরি করেছিলেন। এজবাস্টনে প্রথম বার নেমে তাঁর ১০ উইকেট তারই প্রমাণ। আকাশকে দেখে মনে হয়নি, ইংল্যান্ডে প্রথম ম্যাচ খেলছেন। নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রেখেছেন তিনি।

পিছিয়ে থেকেও ৫ টেস্টের সিরিজ ২-২ ড্র করেছে ভারত। আকাশদীপ যে তিনটে টেস্ট খেলেছেন তার মধ্যে দুটো জিতেছে ভারত। ওভালে শেষ টেস্টে জয় সহজ ছিল না বলেই মনে করেন বাংলার পেসার। সেটাই তাঁরা করে দেখিয়েছেন। আকাশদীপ বলেন, “ওটা আমাদের কাছে ফাইনাল ছিল। আমরা ১-২ পিছিয়ে ছিলাম। তাই জিততেই হত। কিন্তু শেষ দিকে উইকেট পাটা হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ সুবিধা পাচ্ছিলাম না। ভাবছিলাম হেরে যাব। হঠাৎ পরিস্থিতি বদলে গেল। দর্শকদের সমর্থন আমাদের আরও তাতিয়ে দিল।”পঞ্চম দিন নতুন বল নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা নেয়নি ভারত। পুরনো বলেই ইংল্যান্ডের বাকি ৪ উইকেট ফেলে দিয়ে ৬ রানে ম্যাচ জেতে ভারত। সেই অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন আকাশদীপ। তিনি বলেন, “সাজঘরেই আমরা ঠিক করেছিলাম বল সুইং করলে নতুন বল নেব না। কারণ, নতুন বল নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা হয়। সেই সময় হাতে রান বেশি ছিল না। ফলে রানও আটকাতে হত। আমাদের পরিকল্পনা ছিল দ্রুত উইকেট তুলতে হবে। সেটা না হলে হয়তো নতুন বল নিতাম। কিন্তু সিরাজ ভাই তার আগেই ওদের অল আউট করে দিল।”

শামির বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিলেন পাকিস্তানের শাহিন, এক দিনের ক্রিকেটে কোন নজির গড়লেন তিনি?

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম এক দিনের ম্যাচে হারিয়েছে পাকিস্তান। সেই ম্যাচেই একটা বিশ্বরেকর্ড গড়লেন শাহিন আফ্রিদি। ৫১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে শুধু পাকিস্তানকে জেতালেনই না, রেকর্ডবুকে নামও তুলে ফেললেন। এক দিনের ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সেরা স্ট্রাইক রেট শাহিনেরই।

পূর্ণ সদস্যের দেশগুলির ক্রিকেটারদের মধ্যে ন্যূনতম ১০০ উইকেট রয়েছে, এমন বোলারদের মধ্যে শাহিনের স্ট্রাইক রেটই এখন সবচেয়ে ভাল। তাঁর স্ট্রাইক রেট ২৫.৪। শামির স্ট্রাইক রেট ২৫.৮। মোট ৬৫ ম্যাচে ১৩১ উইকেট নিয়েছেন শাহিন। শামি ১০৮ ম্যাচ খেলে ২০৬ উইকেট নিয়েছেন। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মিচেল স্টার্ক। তাঁর স্ট্রাইক রেট ২৬.৬৮।

শাহিন যদি পরের ম্যাচে উইকেট না-ও পান তা হলেও অসুবিধা নেই। তবে ৬৭তম ম্যাচে তাঁকে ১৩৩ বা তার বেশি উইকেট পেতে হবে। না হলে সেরা স্ট্রাইক রেট চলে যাবে স্টার্কের দখলে।

পাকিস্তানের অনেক প্রাক্তন বোলারের মতো শাহিনও ভাল রিভার্স সুইং করতে পারেন। আইসিসি-র নতুন নিয়ম অনুযায়ী ৩৪ ওভার থেকে একটাই বল ব্যবহার করা যাবে। আগে দুটো বল ব্যবহার করায় রিভার্স সুইং পাওয়া যেত না। এখন তা আবার ফিরেছে এক দিনের ক্রিকেটে। ফলে সুবিধা পাচ্ছেন বোলারেরা। শাহিনও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুটো উইকেট নিয়েছেন।

শুক্রবার আগে ব্যাট করে ২৮০ তুলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রান পান এভিন লিউইস (৬০), শাই হোপ (৫৫) এবং রস্টন চেজ (৫৩)। জবাবে পাকিস্তানকে জেতান মহম্মদ রিজওয়ান (৫৩), হাসান নওয়াজ (অপরাজিত ৬৩) এবং হুসেন তালাত (অপরাজিত ৪১)। ৫ উইকেটে জিতেছে পাকিস্তান।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি সফল করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১০ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে রাজ্যবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

তিনি বলেন, দুই বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হরঘর তিরঙ্গা কর্মসূচীর সূচনা করেছিলেন। মূলত দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এবং যারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের প্রতি সম্মান জানানোর লক্ষে এই কর্মসূচী পালিত হয়ে আসছে। তিনটি পর্যায়ে গোটা দেশে এই হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে। বিভিন্ন কেন্দ্রে সাধারণ নাগরিকের মধ্যে জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হচ্ছে। প্রত্যেকেই নিজ বাড়িতে নিজ উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার আহবান জানিয়েছেন তিনি।

কাশিপুরে সার মোটরস চুরি কাণ্ডে গ্রেপ্তার দুই, উদ্ধার চুরি যাওয়া মাল

আগরতলা, ১০ আগস্ট : কাশিপুরে ঘটে যাওয়া সার মোটরস চুরি কাণ্ডে বড় সাফল্য পেল পূর্ব থানার পুলিশ। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম ধনঞ্জয় শীল ও দীপতনু পাল। পুলিশের দাবি, তাদের কাছ থেকেই চুরি যাওয়া মোটরস উদ্ধার করা হয়েছে।

পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, সম্প্রতি কাশিপুর এলাকা থেকে একটি সার মোটরস চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পূর্ব থানার একটি বিশেষ দল। তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে দুই অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ।

চোরকে শনাক্ত করতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে কাশিপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ধনঞ্জয় শীল ও দীপতনু পালকে আটক করে। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তারা চুরির কথা স্বীকার করলে তাদের হেফাজত থেকে চুরি যাওয়া সার মোটরস উদ্ধার হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। রবিবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক রাখীবন্ধন উৎসব পালন করলো উইমেন্স কলেজ এনএস এস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক রাখীবন্ধন উৎসব পালন করলো উইমেন্স কলেজ এনএস এস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীরা। রবিবার স্বেচ্ছাসেবীরা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার সরকারী বাসভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাখি পরিয়ে দেন এবং ঈশ্বরের কাছে উনার সুস্থ দেহ ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবীরা সেনা জওয়ান, চিত্র সাংবাদিক বন্ধু এবং আরো অনেককেই রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে।

সমাজের সবার মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করার আহবান করে স্বেচ্ছাসেবীরা।

তার পর তারা দৈনিক সংবাদ পত্রিকা অফিসে গিয়ে ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকার কর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। তাদের এই উদ্যোগকে উপস্থিত সকলেই সাধুবাদ জানান। তাছাড়া উইমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারক সম্মাননা তুলে দেন প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য্য।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সচিবালয়ে কচিকাঁচাদের অংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: সামনেই দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস। আর এই স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রবিবার দিন সচিবালয় কচিকাঁচা শিশুদের নিয়ে এক অংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগামী শুক্রবার ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসে মেতে উঠবেন ভারতবর্ষের মানুষ।

এই স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে ভারতের বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের একাধিক স্থানে ইতিমধ্যে নানা অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে। রবিবার দিন এমনই এক দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে সচিবালয়ে। প্রতিবারের মতো এবার সচিবালয়ে কচিকাচাদের মধ্যে এক অঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় শতাধিক শিশুরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণ কারীদের হাতে মিষ্টি ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও কর্মকর্তারা জানান অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে প্রতিটি বিভাগে সেরা পাঁচজন বাছাই করে আগামী ১৫ ই আগস্ট সকালে পুরস্কৃত করা হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন জিএ, এসএ ডিপার্টমেন্টের যুগ্ম সচিব অসীম দাস।

সোনামুড়ার নলছড় ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১০ আগস্ট: দেশের লোকসভা নির্বাচন এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোট চুরির মত ঘোটালা করে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে শাসক দল বিজেপি। আজ দলীয় বৈঠকে এমনটাই বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

আসন্ন ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা ভোট যুদ্ধকে লক্ষ্য রেখে প্রতিটি ব্লক স্তরে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে মাঠমুখী কংগ্রেস। বুথ স্তর থেকে শুরু করে ব্লক এবং জেলা প্রতিটি স্তরেই সংগঠন পর্বের প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস। রবিবার সেই লক্ষ্যেই সোনামুড়া মহকুমার নলছড় ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দুর্লভ নারায়ণে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সাংগঠনিক সভা করল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। সঙ্গে ছিলেন এস সি কংগ্রেসের প্রদেশ চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, ওবিসি কংগ্রেস প্রদেশ চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ, কিষাণ কংগ্রেসের প্রদেশ চেয়ারম্যান অশোক বৈদ্য এবং ফিশারম্যান কংগ্রেসের প্রদেশ চেয়ারম্যানরা সঞ্জয় দাস প্রমুখ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া জেলা কংগ্রেস সম্পাদক হাবিল মিয়া এবং সভাপতি দীপক চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

এদিন বক্তব্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন তফসিলি জাতি উপজাতি এবং পশ্চাদপদ ওবিসি ও সংখ্যালঘু অংশের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে কেন্দ্রীয় কমিটির যে প্রয়াস সে প্রয়াসকে সফল করার লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে সংগঠনকে মজবুত করার কাজে লিপ্ত হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস । আগামী দিনে তৃণমূল স্তর থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সংগঠনকে মজবুত করা হবে।

কমলপুর নজরুল ভবনে আনন্দমার্গ স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০ আগস্ট: রবিবার কমলপুর নজরুল ভবনে আনন্দমার্গ স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কমলপুর নজরুল ভবনে আনন্দমার্গ স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আগরতলার আনন্দ মার্গ প্রাইমারি স্কুলের ডাইয়াসিস সেক্রেটারি কারততমানন্দ অবদূত, ধর্মনগর ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি অবদূতিকা আনন্দ নিরুকতা, আনন্দ মার্গ ধলাই জেলার ভিপি তন্ময় নাথ, মহকুমার সিনিয়র সাংবাদিক দেবজিৎ গুহরায়, আনন্দ মার্গ স্কুলের এডভাইজার কমিটির মেম্বার চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আনন্দ মার্গ স্কুল এডভাইজার কমিটির চেয়ারম্যান তথা অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিদিত দেবনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা শ্রী শ্রী আনন্দ মূর্তজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে আনন্দ মার্গ স্কুলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আবৃত্তি, গান, নৃত্য পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্কুলের এডভাইজার কমিটির চেয়ারম্যান বিদিত দেবনাথ বলেন, আনন্দ মার্গ মনে করে একটি শিশুর বিকাশ শুধু মাত্র পুঁথিগত শিক্ষা সম্ভব নয়, তার সামগ্রীক বিকাশের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। তার শারীরিক, তার মানষিক বিকাশ এবং সেই সাথে তার আধুনিক বিকাশ, মানবিক বিকাশের দিকে আমাদের নজর রাখতে হয়। তাই আনন্দ মার্গ শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন জ্ঞানের পুথিগত ব্যবস্থা থেকে তেমন আমাদের শিশুদের ভিতরে সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে তাকে প্রস্ফুটিত করার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবস্থা রয়েছে। এর অঙ্গ হিসাবে আমাদের শিশুদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মিলিয়ে দেওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা।

ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের স্বাস্থ্য বিভাগীয় ইউনিটের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের স্বাস্থ্য বিভাগীয় ইউনিটের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার রাজধানীর জগন্নাথবাড়ি রোডস্থিত আই.এম.এ হাউসে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন সহ অন্যান্যরা।

এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে তিনি বলেন, ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের পক্ষ থেকে মহাকরণ অভিযান সংগঠিত করা হয়েছে সম্প্রতি। এ বিষয়ে কথা হয়েছে মুখ্য সচিবের সঙ্গে। তাদের দাবিগুলি যথাযথ সময়ে পূরণ না করা হলে পুনরায় আন্দোলনে নামা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এইদিন ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের স্বাস্থ্য বিভাগীয় ইউনিটের কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার ছুটির দিনেও জনসাধারণকে পরিষেবা দিল বিলোনিয়া মহকুমা শাসক কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ আগস্ট: রবিবার ছুটির দিনেও বিলোনিয়া মহকুমা শাসক কার্যালয় খোলা। এই ছুটির দিনেও জনগণকে সরকারি পরিষেবা দিচ্ছে মহকুমা প্রশাসন। আধার কার্ড, পিআরটিসি, এসটি, এসসি, ওবিসি সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য বিভাগে কাজ চলছে। আজ সকাল দশটা থেকে শুরু হয়েছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই পরিষেবা চলে।

৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মহকুমা প্রশাসন জনগণের সুবিধার্থে সরকারি সুবিধাগুলো পৌঁছে দিতে এই প্রয়াস নিয়েছে বলে জানা যায়। মহকুমা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি স্বাগত জানান জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজাদ পি। আজ দুপুর একটা নাগাদ মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এসে জেলাশাসক মোহাম্মদ সাজাদ পি পরিদর্শন করেন। এরপর মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস, ডিসিএম সঞ্জয় শীল সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন।

বিলোনিয়ায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা যোগাসনা স্পোর্টস এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যোগা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১০ আগস্ট: বিলোনিয়া আর্য্য কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের হলঘরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা যোগাসনা স্পোর্টস এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই যোগা প্রতিযোগিতা। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে যোগা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন। চতুর্থ বারের মতো দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে যোগা প্রতিযোগিতা অংশ গ্রহন কারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আলোচনা রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন ২০২০ সালের সতের ডিসেম্বর ভারত সরকার যোগাসন কে স্পোর্টস হিসাবে মান্যতা দেওয়ার পর থেকে যোগাসন স্পোর্টস খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে,ন্যাশনাল গেমসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ২০২৬ শে এশিয়ান গেমসে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে। যোগা নিজেকে ভালো রাখতে পারে এবং ভালো থাকার এটিই একমাত্র কৌশল,আগামী দিনে নিজেকে ভালো রাখার একমাত্র উপায় হল এই যোগ ব্যায়াম শরীর এবং মনকে ভালো রাখতে সকলকে প্রতিদিন যোগাভ্যাস করা দরকার। জেলার সমস্ত ছেলে মেয়েদের প্রতিদিন যোগা ব্যায়াম করা দরকার। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা আয়োজিত যোগা প্রতিযোগিতার সফলতা কামনা করেন উপস্থিত অতিথিগন।

আজকের এই যোগা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ, সমাজসেবী সায়ন্তন দত্ত ও দীপায়ন চৌধুরী,সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পঙ্কজ মজুমদার, কনভেনার প্রসেনজিৎ দে সহ দক্ষিণ জেলা যোগাসনা স্পোর্টসের কর্মকর্তাগণ। এইদিনের যোগাসন প্রতিযোগিতায় ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি উপস্থিত অভিভাবকদের মধ্যেও বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির ১৮তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত, উপস্থিত দুই মন্ত্রীসহ বিশিষ্টজনেরা

আগরতলা, ১০ আগস্ট : আগরতলা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে আড়ম্বরে রবিবার অনুষ্ঠিত হলো অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটি সেন্ট্রাল জোনের অষ্টাদশ বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। প্রতিবছরের মতো এ বছরও সম্মেলনে সংগঠনের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রতিনিধি, সদস্য ও কর্মীরা উপস্থিত হন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এবং মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস। উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির কার্যকর্তারা। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টজনেরা যোগ দেন এই সম্মেলনে। অতিথিরা সংগঠনের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং দৃষ্টিহীনদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। সম্মেলনে তাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান। শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটি দীর্ঘদিন ধরে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক, শিক্ষাগত ও পেশাগত উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। এ বছরের সম্মেলনে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়।

মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদেরও সাধারণ মানুষের মতো সুন্দর জীবন অতিবাহিত করার অধিকার রয়েছে। তাদের পাশে থেকে সহযোগিতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সবাইকেই। এ দায়িত্বের মাধ্যমে মানব ধর্ম পালিত হবে।

মন্ত্রী টিংকু রায় ও সুধাংশু দাস তাদের বক্তব্যে দৃষ্টিহীনদের জন্য সরকারের এবং সংগঠনের কাজকে আরও এগিয়ে নিতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

নেতাজী স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত দূর্গা পূজার খুঁটি পূজা

তেলিয়ামুড়া, ১০ আগস্ট :- আর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে দেবী পক্ষের সূচনা হতে চলেছে। এই জন্য গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে তেলিয়ামুড়ার নেতাজী স্মৃতি সংঘের প্রস্তুতিও ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। গোটা খোয়াই জেলা তথা তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্যতম দুর্গা পূজা আয়োজক হিসেবে তেলিয়ামুড়ার নেতাজীনগর গ্রামের নেতাজী স্মৃতি সংঘ বিশেষভাবে পরিচিত। গুটি গুটি পায়ে পথ চলতে শুরু করে এবার ৪২ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই নেতাজী স্মৃতি সংঘ ক্লাব। আসন্ন দূর্গা পূজাকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং রবিবার বিভিন্ন অংশের ক্লাব সদস্য থেকে শুরু করে এলাকার একটা অংশের সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত দূর্গা পূজার খুঁটি পূজা। এই খুঁটি পূজা পর্বকে সামনে রেখে নেতাজী স্মৃতি সংঘ ক্লাবের তরফ থেকে এদিন দাবী করা হয়েছে, এবছর মাটির ঘরে মা এই বিশেষ থিম নিয়ে ২১ লক্ষ টাকার প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে এবছর প্যান্ডেল তৈরি থেকে শুরু করে আলোকসজ্জার কাজে থাকবে নবদ্বীপের শিল্পীরা, এবং প্রতিমা তৈরি করবেন স্থানীয় শিল্পী, এমনটাই ক্লাব সূত্রে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে অন্যান্য বছরের মত এবছরও রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক কর্মকান্ড নেতাজী স্মৃতি সংঘ হাতে নিতে চলেছে। এদিনের এই খুঁটি পূজা পর্বতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা, নেতাজী স্মৃতি সংঘ ক্লাবের সম্পাদক স্বরূপ কর সহ অন্যান্যরা।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ আশাবাদী অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিভিন্ন অংশের দর্শনার্থীরা ভিড় জমাবেন তেলিয়ামুড়ার অন্যতম এই বনেদি পূজা আয়োজনে।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার বহি:রাজ্যের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: ফের গাঁজা সহ বহি:রাজ্যের এক যুবককে গ্রেফতার করল রেলওয়ে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ১০ কেজি ৮৮০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

ফের গাঁজাসহ বহি:রাজ্যের এক যুবককে গ্রেফতার করলো রেলওয়ে পুলিশ। বিবরনে জানা গেছে, প্রতিদিনের ন্যায় রুটিন তল্লাশির সময় আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল গেইটের সামনে থেকে গাঁজা সহ যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত যুবকের নাম রাজেন কুমার(২৩)। তার বাড়ি বিহারের সমস্তিপুর জেলায়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০ কেজি ৮৮০ গ্রাম গাঁজা। যারা আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস এ্যাক্টে মামলা নিয়ে তদন্ত জারি রাখা হয়েছে বলে জানান জিআরপি থানার ওসি।

সারা ভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতির ষষ্ঠ ডুকলি মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: রবিবার আগরতলা ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে সারা ভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতির ষষ্ঠ ডুকলি মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভানেত্রী রমা দাস। এদিনের এই সম্মেলন থেকে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি। রমা দাস বলেন, বামফ্রন্টের আমলে সমাজে নারীদের অধিকার, সুরক্ষা ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে গোটা দেশব্যাপী নারীরা নির্য্যাতনের শিকার হচ্ছেন। নারীদের সম্মান বিনষ্ট হচ্ছে বর্তমান সময়ে। নারীদের নিরাপত্তা নেই, সংরক্ষণের নামে নারী ক্ষমতায়নকে আঘাত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই সর্বনাশা সরকাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হলে ঘরে বসে থাকলে চলবে না, রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হবে। আগামী ২০২৮ এর নির্বাচনে সরকারকে সরাতে নারীদের ভূমিকা প্রয়োজন। তাই প্রত্যেককে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিনের সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় নেত্রী ঝর্ণা দাস বৈদ্য, রাজ্য সম্পাদিকা স্বপ্না দত্ত, পশ্চিম জেলা কমিটির সভানেত্রী কল্যানী চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

রাখিবন্ধনে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা বোনেদের মঙ্গল কামনা ও সমাজে ঐক্যের আহ্বান

আগরতলা, ১০ আগস্ট : পবিত্র রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষে রবিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলা মোর্চার কর্মী, সংগঠনের সদস্যা এবং সাধারণ বোনেরা উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে। একে একে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাখি পরিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রীও বোনেদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁদের মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বলেন, রাখিবন্ধন শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, এটি ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও ঐক্যের প্রতীক। এই উৎসব সমাজে সৌহার্দ্যের বার্তা ছড়িয়ে দেয় এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে।

ডা. সাহা রাজ্যের সমস্ত বোনেদের উদ্দেশে জানান, আগামী দিনে সরকার নারীদের নিরাপত্তা, শিক্ষার সুযোগ ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তিনি আশাবাদী, নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে রাজ্যের সামাজিক উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলারা মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, প্রতি বছর এই উৎসবে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাখি পরাতে পারা তাঁদের কাছে গর্বের বিষয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যের নারী উন্নয়ন কর্মসূচি আরও গতিশীল হবে।

এদিন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর উদ্দেশে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে বলেন, সমাজ শান্তি, সৌহার্দ্য ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক এবং এই উৎসব সকলের জীবনে আনন্দ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করুক, এটাই তিনি কামনা করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas